চমক ভরা ধনতেরাস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 25 October, 2019 ■ আগরতলা, ২৫ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ৭ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোদি ঝড় অব্যাহত, বিরোধীরাও উজ্জীবিত

মহারাষ্ট্রে শিবসেনায় নির্ভরতা বাড়ল বিজেপির

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে ফের ক্ষমতায় বিজেপি-শিবসেনা জোট। তবে শিবসেনায় নির্ভরতা বাড়ল বিজেপির। সোমবার গৃহিত ভোটের ফলাফলে এই রাজ্যে ১৬১টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি- শিবসেনা জোট। অন্যদিকে এনসিপি-কংগ্রেস জোটের ঝুলিতে যেতে চলেছে ৯৮টি আসন। এবারের নির্বাচনে বেশকিছুটা আসন সংখ্যা কমেছে শাসক জোটের। তবে রাজ্যের এই ফলাফলকে অভূতপূর্ব বলে বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং বিজেপি সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এদিকে, ফল প্রকাশের পরে সাংবাদিক বৈঠকে জোট সঙ্গীর দিকে ইঙ্গিত করে দলের গুরুত্ব বৃদ্ধির দাবি করেছেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। অন্যদিকে নিজেদের আসন বাড়ায় খুশি এনসিপি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই নির্বাচনের ফলে অনেকটাই চাঙ্গা তারা।

সদ্য শেষ হওয়া মহারাষ্ট্রে ২৮৮টি আসনের মধ্যে ১৬১টি আসন পেয়েছে বিজেপি-শিবসেনা জোট। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এই রাজ্যে ১০৫ টি আসন পেয়েছে বিজেপি। জোট সঙ্গী শিবসেনা পেয়েছে ৫৬ টি আসন। অন্যদিকে এনসিপি-কংগ্রেস জোটের ঝুলিতে গিয়েছে ৯৮টি আসন। এরমধ্যে এনসিপি পেয়েছে ৫৪টি আসন। আর কংগ্রেস পেয়েছে ৪৪টি। উল্লেখ্য এবারের নির্বাচনে প্রচারে ঝড় তুললেও এবার মাত্র একটি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনাকে। অন্যান্যদের ঝুলিতে গেছে ২৯টি আসন।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনার মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের জোট শরিক এনসিপি সভাপতি শারদ পাওয়ার বলেছেন, এনসিপি-কংগ্রেস ও অন্য শরিকরা একসঙ্গে আলোচনায় বসে ভবিষ্যতকর্মপন্থা স্থির করবে। শিবসেনার সঙ্গে যাচ্ছি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনে মিশ্র জনাদেশ

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার ১৮টি রাজ্যের ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে জোর টক্কর দিয়েছে বিরোধীরা। বেশ কয়েকটি রাজ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে আসন বাড়িয়েছে কংগ্রেস। প্রত্যাশিত ফলাফল করতে পারেনি গেরুয়া শিবির। এক কথায় উপনির্বাচনে মিশ্র জনাদেশ পড়েছে।

খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাটের ৬টি আসনে উপনির্বাচনের মধ্যে ৩টি আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। অপর ৩টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। উপনির্বাচনের আগে এই ৬ আসনের মধ্যে ৪টি আসনই ছিল গেরুয়া শিবিরের দখলে। অর্থাৎ কংগ্রেস ১টি অতিরিক্ত আসন পেয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ১১টি আসনের ১১টিতেই জয়ের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল বিজেপি। কিন্তু, এই মুহূর্তে বিরোধীরা জয়ী হয়েছে ৩টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংখ্যাগরিষ্ঠতা হল না হরিয়ানায় ঝুলন্ত বিধানসভা

চন্ডিগড়, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : দিনের শেষে হরিয়ানা বিধানসভার অবস্থা ঝুলন্তই হয়ে রইল। বিজেপি বা কংগ্রেস, দুই জাতীয় দলের কেউই ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছতে পারেনি সেখানে। এক দিকে ৪০ পেরোতে হিমশিম খেয়েছে গেরুয়া শিবির। অন্য দিকে, ৩০-এর ঘরেই ওঠানামা করেছে কংগ্রেস। তবে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের মধ্যে ‘কিংমেকার’ হিসেবে উঠে এসেছে স্থানীয় জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি)। সরকার গড়তে গেলে জেজেপি-র হাত ধরা ছাড়া উপায় নেই কংগ্রেস বা বিজেপি, কারওরই।

যাবতীয় অঙ্ক যে এ ভাবে পাল্টে যাবে, আগে থেকে তা আঁচ করতে পারেনি বিজেপি। তাই ভোটের দিনও আত্মবিশ্বাস ধরা পড়েছিল মনোহরলাল খট্টরের গলায়। বিরোধীদের সরাসরি ‘হেরো’ বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। ফলাফল ঘোষণার আগেই বিজেপির প্রতাপে ময়দান ছেড়ে বিরোধীরা পালিয়েছে বলে কটাক্ষ করেছিলেন।

তবে এ দিন ফলাফলের প্রবণতা সামনে আসার পরই ছবিটা আমূল পাল্টে যায়। নিজে থেকে ইস্তফা দিতে চান রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুভাষ বরালা। যাবতীয় কর্মসূচি ফেলে মনোহরলাল খট্টরকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।

বিজেপি সূত্রে খবর, বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ২০১৪-য় ক্ষমতায় এলেও, গত পাঁচ বছরে হরিয়ানায় মনোহরলাল খট্টর সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। সব কিছু দেখেও, পরিস্থিতি সামাল দেওয়া গেল না কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরেও। এমনকি, দুষ্যন্ত চৌটালার নেতৃত্বে মাত্র কয়েক মাস আগে গড়ে ওঠা জেজেপি-ই যে বিজেপির ভোট কেটেছে, এমন দাবিও করছেন কেউ কেউ। তবে শেষ মুহূর্তেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মনোহরলাল খট্টর। ভোটের ফলাফলের প্রবণতা স্পষ্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী টু-এর আমলে শুরু জয়ের ধারাবাহিকতা জানালেন বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। মোদী-টু-এর সময়কালে শুরু হয়ে গেল বিজেপি-র জয়ের ধারাবাহিকতা। মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এই প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, মোদীজির সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ এবং সব-কা বিশ্বাস মন্ত্রের প্রতি আস্থা এই নির্বাচনী ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় আবার বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং মনোহরলাল খট্টরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোদী টু-তে বিজেপির জয় শুরু করায় দুই রাজ্যের দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি আমি জনগণকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর মতে, এই জয় সেই সময় এসেছে, যখন প্রতি পাঁচ বছরে দেশে সরকার পরিবর্তনের পরিবেশ চলছে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মূল মন্ত্র ”সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ এবং সব-কা বিশ্বাস” অনুসরণ করে বিজেপি সরকারগুলি জনকল্যাণমূলক কাজের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের শুনানি ৩০শে, কেইস ডায়েরি তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। রাজ্যে পূর্ত কেলেংকারি মামলায় প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর জামিন আবেদনের ফের শুনানি হবে আগামী ৩০ অক্টোবর। ওইদিন কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। তাছাড়া, পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে রাজ্য সরকারকে বলেছে আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের অবসরকালীন কোর্টে বিচারপতি অরিন্দম লোধের বেঞ্চে পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত বাদল চৌধুরীর অগ্রিম জামিনের আবেদনের শুনানি হয়েছে। বাদল চৌধুরীর পক্ষে তাঁর স্ত্রী নমিতা গোপ সিআরপিসি ৪৩৯ ধারায় ত্রিপুরা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। বাদলবাবু বর্তমানে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য গতকাল পুলিশ তাঁকে আদালতে তুলতে পারেনি। কারণ চিকিৎসকরা তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেননি।

আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে বাদল চৌধুরীর কেঁসুলি আদালতকে জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেলের শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। তিনি হৃদরোগজনিত সমস্যায় ভুগছেন। ফলে, তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, তাঁর শরীর সহ্য করতে পারবে না। তাই, তাঁর অগ্রিম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হোক। কিন্তু, অ্যাডভোকেট জেনারেল কেস ডায়েরি পেশ করার জন্য সময় দেওয়ার আবেদন জানান। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে এবং আগামী ৩০ অক্টোবর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

এ-বিষয়ে বাদল চৌধুরীর আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ বলেন, ত্রিপুরা হাইকোর্ট কেস ডায়েরি তলব করেছে। আগামী ৩০ অক্টোবর আদালতে তা জমা দিতে হবে। ওইদিনই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত। পুরুষোত্তমবাবু বলেন, পরবর্তী শুনানি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেছনের দরজা দিয়ে বিজেপিকে এডিসি দখল করতে হবে না ঃ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। পেছনের দরজা দিয়ে এডিসি দখলের কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না বিজেপি। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনে জয়ী হয়েই বিজেপি এডিসি দখল করবে। আজ দলের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জোর গলায় এই দাবি করেন। সাথে তিনি বিরোধী দল সিপিএমকে নিশানা করে বলেন, নিজের ঘর সামলাতে পারে না, তাই বিভ্রান্তি ছড়াতে ব্যস্ত বিরোধীরা।

আজ বৃহস্পতিবার সাংসদ ভৌমিক বলেন, বাঁকা পথে এডিসি দখলের কোনও মানসিকতা নেই বিজেপি-র। কারণ, মানুষের সমর্থনে নির্বাচনে জয়ী হয়েই এডিসি দখল নেব আমরা। এদিন তিনি সিপিএমকে নিশানা করে বলেন, নিজেদের ঘর সামলে রাখতে পারছেন না। তাই জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিরোধীরা। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, এডিসি দখলে বিজেপিকে পেছনের দরজা দিয়ে আসতে হবে না। কারণ, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ওই নির্বাচনে বিজেপি-র জয় নিশ্চিত, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন তিনি। সাথে যোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্থ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ঃ রামেশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভারত সরকার একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি। তাঁর কথায়, কর্পোরেট করে ছাড়, ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ এবং জিএসটি দরেও পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে দেশের মানুষ দারুণ উপকৃত হচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিজেপি সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য একাধিক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, কর্পোরেট করে ছাড় ভীষণ সাহসী সিদ্ধান্ত। মূলত দেশের বাণিজ্যিক স্থিতিতে গতি আনার জন্যই ওই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ২০১৪ সালে ভারতে করের হার গোটা বিশ্বের তুলনায় অধিক ছিল। ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলির লোকসান হত এবং পণ্য রফতানিতে তার প্রভাব পড়ত। তিনি দাবি করেন, কর্পোরেট করে ছাড়ের ইতিবাচক প্রভাব গরিব এবং বেকাররা অনুভব করতে পারবেন।

তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে নতুনভাবে বিনিয়োগ আসবে। এতে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, কৃষিকাজেও নির্ভরশীলতা কমবে। ফলে, কৃষকরাও উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন। এদিন তিনি বলেন, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ত ঘোটালায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ওয়াই পি সিংহের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর ।। পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন প্রধান সচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য সচিব ওয়াই পি সিংহে’র গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিএসপির নেতৃত্বে একদল পুলিশ ইতিমধ্যে দিল্লি ছুটে গেছেন। আদালতের আদেশবলে ক্রাইম ব্রাঞ্চ দিল্লির নিকটস্থ গুরুগ্রামস্থিত ওয়াই পি সিংহের বাসভবনে তল্লাশি চালাবে। সূত্রের খবর, দিল্লি পুলিশের সহযোগিতায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ ওয়াই পি সিংহকে জালে তুলতে তৎপর রয়েছে।

পশ্চিম জেলা দায়রা আদালতের বিচারক গোবিন্দ দাস রাজ্যের প্রাক্তন আমলা ওয়াই পি সিংহের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। পাশাপাশি তার খোঁজে তল্লাশি চালাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চকে অনুমতি দিয়েছে। ওয়াই পি সিংহ রাজ্যে তার কর্মজীবনের অন্তিম সময়ে টিপিএসসি’র চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৮ সালে পূর্ত দপ্তরের তিনি প্রধান সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। ওই সময়ই পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী, পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিক সহ ওয়াই পি সিংহের নাম জড়িয়েছে। ইতিমধ্যে, ক্রাইম ব্রাঞ্চ সুনীল ভৌমিক ও বাদল চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে। দুজনই বর্তমানে শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওই ঘোটালায় তিনজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় পুকুরের জলে উদ্ধার বৃদ্ধের মৃতদেহ, হত্যা না আত্মহত্যা ধন্দে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ অক্টোবর।। পুকুরের জলে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির নাম আদিত্য দেব (৬০) পিতা-মৃত নগেন্দ্র দেব। বাড়ি সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনি এলাকায়।মৃতদেহটি উদ্ধার সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কামিনী নাথের নিজ পুকুরে।

ঘটনার খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ মৃতদেহটি পুকুর থেকে তুলে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে।অতিরিক্ত মদ্যপান করে পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা প্রাক্তন সিপিআইএমের দলের প্রধান মৃত কামিনী নাথের পুকুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।আজ সকালবেলা কামিনী নাথের বাড়িতে এক ব্যক্তি জ্বালানি কাঠ করার জন্য কাজে আসে।

আর ঐ শ্রমিক কামিনী নাথের পুকুর পাড়ে জ্বালানি কাঠ করছিলো।হঠাৎ শ্রমিকের নজরে আসে পুকুরে ভাসমান অবস্থায় একটি মৃতদেহ।সে তখন চিৎকার দিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভেজাল ওষুধ কেলেঙ্কারি, সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। রাজ্যের সর্ববৃহৎ ভেজাল ওষুধ কান্ডে সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে। বর্ধমান ফার্মার ভেজাল ওষুধ নিয়ে বৃহস্পতিবার সিবিআই আধিকারিকরা ডাঃ অশোক সিনহার কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে।

এ-বিষয়ে ডাঃ সিনহা বর্ধমান ফার্মার ভেজাল ওষুধ নিয়ে শুরু থেকেই সোচ্চার ছিলাম। কিন্তু, বামফ্রন্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হলে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল স্বাগত ঃ আইএনপিটি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে আজ ত্রিপুরা স্ব-শাসিত এলাকা জেলা পরিষদ সদর খুমুলুঙে ৫ ঘন্টার গণঅবস্থান করেছে আইএনপিটি। দলের সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খলের সাফ কথা, লোকসভায় ওই সর্বনাশী বিল কোনভাবেই পেশ করতে দেওয়া যাবে না। তবে, একান্তই পেশ করতে চাইলে বিলের ভাষা বদলাতে হবে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে না, এমন বিধান থাকলেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে আপত্তি নেই আইএনপিটির।

পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী আজ খুমুলুঙ-এ আইএনপিটি ও তার শাখা সংগঠন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে ৫ ঘন্টার গন অবস্থান করেছে। সাথে, ত্রিপুরায় বলি প্রথা নিষিদ্ধের হাইকোর্টের রায় পুনর্বিবেচনার দাবিও জানিয়েছে। আজ আইএনপিটি সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ দেববর্মা বলেন, দুইটি দাবিকে সামনে রেখে এই গণঅবস্থানে বসেছে আইএনপিটি। তাঁর কথায়, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিকে মুখ্য হিসেবে রেখে এই গণঅবস্থানে মিলিত হয়েছি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শরণার্থীদের বিনামূল্যে সামগ্রী ও টাকা না দিলে খাদ্য গুদাম লুটের হুমকি নেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। উত্তর ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে পুনরায় রেশন চালু না করা হলে পথ অবরোধ এবং সরকারি খাদ্য গুদাম লুট করার হুমকি দিয়েছে তিনটি শরণার্থী সংগঠন। আজ বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসককে লেখা চিঠিতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তাদের দাবি, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ার আগে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান বন্ধ করে দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। কারণ, অনাহারে শরণার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

অক্টোবর থেকে ত্রিপুরার ৭-টি শরণার্থী শিবিরে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ, চুক্তি অনুযায়ী অক্টোবর থেকে মিজোরামে ফিরে যেতে হবে শরণার্থীদের। সে মোতাবেক ৩ অক্টোবর থেকে রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ধীরলয়ে হলেও প্রায় প্রতিদিন রিয়াং শরণার্থীরা মিজোরামে ফিরে যাচ্ছেন। কিন্তু শরণার্থীদের সংগঠন এই প্রক্রিয়াকে ভেস্তে দিতে উঠে-পড়ে লেগেছে।

সম্প্রতি আগরতলায় শরণার্থী প্রত্যাবর্তন নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষ সচিব ডা. এপি মহেশ্বরী শরণার্থী নেতৃবৃন্দদের সাফ জানিয়েছেন, মিজোরামে ফিরে না গেলে তাদের কোনও সহায়তা দেওয়া হবে না। এমন-কি তাদের কোনও দাবি মানবে না কেন্দ্রীয় সরকার।

স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের এই কঠোর অবস্থানে রিয়াং শরণার্থী নেতারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কারণ, গত কয়েকদিন ধরেই কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগরে শরণার্থী শিবিরগুলিতে রিয়াং শরণার্থীদের তারা মিজোরামে ফিরে না যাওয়ার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ এমবিআইবিএম, বিটিডিএস এবং এমবিডিপিএফ (এইচও) নাইসিংপাড়াস্থিত এই তিনটি শরণার্থী সংগঠন উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসককে শরণার্থী শিবিরে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছে।

জেলাশাসককে লেখা যৌথ স্বাক্ষরিত চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, রেশন সামগ্রী বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল। সংগঠনের দাবি, ৩ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া। কিন্তু রেশনের অভাবে খালি পেটে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া চালানো উচিত হবে না। কারণ, খাদ্যের অভাবে রিয়াং শরণার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সংগঠনের আরও দাবি, প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রিয়াং শরণার্থী শিবিরগুলিতে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী ও নগদ টাকা প্রদান চালু রাখা উচিত।

জেলাশাসককে সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা হুমকি দিয়েছেন, অবিলম্বে শরণার্থীদের রেশন সামগ্রী দেওয়া শুরু না হলে তারা পথ অবরোধ করার পাশাপাশি সরকারি খাদ্য গুদামেও লুটপাট করবেন। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্ন হলে তারা দায়ী থাকবেন না।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১৮ ◻ ২৫ অক্টোবর ২০১৯ইং ◻ ৭ কার্ত্তিক ◻ শুক্রতবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

দুই রাজ্যের ভোট শিক্ষা

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটে বিজেপির জয়জয়কার হইলেও কংগ্রেস সেখানে নিশ্চিহ্ন এমন বলিবার সুযোগ নাই। বরং দেখা গিয়াছে হরিয়ানায় বিজেপি কংগ্রেস লড়াই হইয়াছে হাড্ডাহাড্ডি। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই রাজ্যের ফলাফল আসিলেই বিজেপি নেতা কর্মীরা আনন্দে মাতিয়া উঠেন। কিন্তু, দুই রাজ্যের জয়ে বিজেপি কি স্বস্তি পাইয়াছে? না, অস্বস্তি বাড়িয়া গিয়াছে বিজেপি নেতাদের মধ্যে। হরিয়ানা বিধানসভার ৯০টি আসনের মধ্যে ফলাফলের যে আঁচ মিলিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে বিজেপি পাইয়াছে ৪২, কংগ্রেস পাইয়াছে ৩১ আসন এবং অন্যান্য পাইয়াছে ১৭টি আসন। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে ২৮৮টি আসনের মধ্যে বিজেপি পাইয়াছে ১৬৩টি আসন এবং কগ্রেস পাইয়াছে ১০২টি আসন। অন্যান্যরা ১৮টি আসন পাইয়াছে। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিরোধী কংগ্রেস তো ভাল ফলাফল দেখাইয়াছে। বিজেপিকে রীতিমতো জবাব দিয়াছে বিরোধী কংগ্রেস। অথচ এমনই আঁচ বা প্রচার ছিল যে, দুই রাজ্যে বিপুল ভোটে গেরুয়া শিবির জয়ী হইবে। কিন্তু, না, দূর্বল কংগ্রেস সেখানে এমন ধাক্কা দিতে পারিল কোন্ শক্তিতে? দেশ জুড়িয়া চলিতেছে গেরুয়া হাওয়া। এই হাওয়ায় বিরোধীরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সেখানে কংগ্রেস ধরাশায়ী হইবে এমন ধারণাই পোষণ করা হইতেছে। কিন্তু, মহারাষ্ট্রে বিজেপি শিবসেনা জোট ভাল আসনই পাইয়াছে। কিন্তু, কংগ্রেসও ১০০টি আসনে জয়ী হওয়ার ঘটনাকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। আর হরিয়ানাতে তো কংগ্রেস টক্কর দিয়াছে। এই দুই রাজ্যের নির্বাচন কি তাহা হইলে ভবিষ্যত পরিণতির কিছুটা আভাষ দিয়া দিল? বলিতে দ্বিধা নাই যে, গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের পরে বিরোধীরা কার্য্যত ঘাড় কাত করিয়াছে। ঘাড় সোজা করিয়া সহসা দাঁড়াইতে পারিবে এমন ভরসাও করা মুশকিল মনে হইয়াছিল।

গত লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক বিপর্য্যয়ের ধাক্কায় প্রাচীন দল কংগ্রেস একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। দল এতই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে, আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে এমন সম্ভাবনা ছিলই না। এই অবস্থায় রাজ্যে রাজ্যে প্রাচীন এই দলের উপর জনতার চাপ বাড়িতেছে। এই চাপের কাছে দলনেত্রী দলকে চাঙ্গা করিবার ব্রত নিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। মহারাষ্ট্র ও হারিয়ানার নির্বাচনী ফলাফল কংগ্রেসকে অক্সিজেন দিয়াছে বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলির আওয়াজই তো মিলাইয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখিতে বিরোধীরা এখন নতুন করিয়া ভাবিবার সুযোগ আনিয়া দিল দুই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন। উত্তর প্রদেশে দুই দুইটি জবরদস্ত দল মাথা নুয়াইয়া রাখিয়াছে। মায়াবতী ও অখিলেশের তো এখন আর কোনও গলাবাজীতে নাই। কংগ্রেস তবু, ময়দান ছাড়িয়া দেয় নাই। তবে, এই দল যদি মনে করে জনগণই কংগ্রেসকে বুকে টানিয়া নিবে তাহা হইলে ভুল করিবে। দলকে সক্রিয় হইতে হইবে। মানুষের বিপদে আপদে ছুটিতে হইবে। প্রাচীন এই কংগ্রেসের নেতা নেত্রীরা তো ঘরে বসিয়াই জগত উদ্ধার করিয়া চলেন। বিজেপির সংগঠনের ভিত্তি কতটা দৃঢ় তাহাকে সম্মান জানাইয়া বিরোধীরা তো তাহার পাল্টা করিতে হইবে। ইহাই তো বিরোধীদের দায়বদ্ধতা। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকিলে গণতন্ত্র দূর্বল হয়। স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠে। আমাদের নিকট প্রতিবেশী পাকিস্তানতো স্বৈরশাসনকেই মানিয়া নিয়াছে। গণতন্ত্রের আলখাল্লা পরিয়া এই স্বৈরশাসন বিভিন্ন রাজ্যে কায়েম হইয়া গিয়াছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য সংস্কৃতির পিঠভূমি। এখানে দিনে দিনেই সংস্কৃতির বিকাশ হইতেছে। এই সংস্কৃতি কোনও দলীয় সংস্কারে আবদ্ধ যাহাতে না হয় তাহা নিশ্চিত করা খুব বেশী জরুরী। হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র কার্য্যত আগামী দিনের পথ দেখাইল। এই দুই রাজ্যের ভোট ফলের শিক্ষা আমাদেরকে নতুন উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করিতে পারে।

মহারাষ্ট্রে ফের ক্ষমতায় বিজেপি-শিবসেনা জোট

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে ফের ক্ষমতায় বিজেপি-শিবসেনা জোট উ সোমবার গৃহিত ভোটের ফলাফলে এই রাজ্যে ১৬১টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি-শিবসেনা জোট উ অন্যদিকে এনসিপি-কংগ্রেস জোটের ঝুলিতে যেতে চলেছে ৯৮টি আসন উ এবারের নির্বাচনে বেশকিছুটা আসন সংখ্যা কমেছে শাসক জোটের উ তবে রাজ্যের এই ফলাফলকে অভূতপূর্ব বলে বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং বিজেপি সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এদিকে, ফল প্রকাশের পরে সাংবাদিক বৈঠকে জোট সঙ্গীর দিকে ইঙ্গিত করে দলের গুরুত্ব বৃদ্ধির দাবি করেছেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। অন্যদিকে নিজেদের আসন বাড়ায় খুশি এনসিপি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব উ এই নির্বাচনের ফলে অনেকটাই চাঙ্গা তারা উ

সদ্য শেষ হওয়া মহারাষ্ট্রে ২৮৮টি আসনের মধ্যে ১৬১টি আসন পেতে চলেছে বিজেপি-শিবসেনা জোট। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এই রাজ্যে ১০৫ টি আসন পেতে চলেছে বিজেপি উ জোট সঙ্গী শিবসেনা পাচ্ছে ৫৬ টি আসন উ অন্যদিকে এনসিপি-কংগ্রেস জোটের ঝুলিতে যেতে চলেছে ৯৮টি আসন উ এরমধ্যে এনসিপি পেতে চলেছে ৫৪টি আসন উ আর কংগ্রেস পাচ্ছে ৪৪টি উ উল্লেখ্য এবারের নির্বাচনে প্রচারে ঝড় তুললেও এবার মাত্র একটি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনাকে উ অন্যান্যদের ঝুলিতে গেছে ২৯টি আসন।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনার মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের জোট শরিক এনসিপি সভাপতি শারদ পাওয়ার বলেছেন, এনসিপি-কংগ্রেস ও অন্য শরিকরা একসঙ্গে আলোচনায় বসে ভবিষ্যতকর্মপন্থা স্থির করবে। শিবসেনার সঙ্গে যাচ্ছি না আমরা। শরদ আরও বলেন, বিরোধীরা খেটেছে, কঠোর পরিশ্রম করেছে। কংগ্রেস-এনসিপি ও শরিকরা তাদের সেরাটা দিয়েছে। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ক্ষমতা আসে, আবার চলেও যায়। কিন্তু একটা লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা জরুরি। আমরা মানুষকেও আমাদের ভালবাসা দেওয়ায় ধন্যবাদ জানাই। তাঁকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা বলেছে, একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, যারা আমাদের ত্যাগ করেছে, তাদের মানুষ গ্রহণ করেছি। যারা চলে গিয়েছে, তাদের দলত্যাগে লাভ হয়নি।

এদিকে, মহারাষ্ট্রে ফের ক্ষমতায় বসতে চললেও, বিজেপির ফল আশানুরপ না হওয়ায়, মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে তাদের ওপর চাপ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে শরিক শিবসেনা।সাংবাদিক সম্মেলন করে শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেন, সঙ্গে এদিন উদ্ধব বলেন, 'সেইসময় আমরা ৫০-৫০ ফর্মুলায় একমত হয়েছিলাম। এবার সময় এসেছে সেটা প্রয়োগ করার।' এদিন তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, 'শিব সেনাকে কম আসন দেওয়া হয়েছিল। সবসময় আমরা জায়গা ছাড়তে পারব না। কে বড় ভাই আর কে ছোট সেটা বড় কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক।' সূত্রের খবর, ছেলে আদিত্য ঠাকরেকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য বিজেপিকে চাপ দিতে চলেছেন উদ্ধব।

আসন সংখ্যা কমলেও বিজেপির দাবি, তাদের স্ট্রাইক রেট গতবারের চেয়েও ভাল। সেইসঙ্গে ফের শিবসেনাকে পাশে নিয়েই চলার কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ এদিন জনতাকে ধন্যবাদজ্ঞাপন অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের ফলাফলকে অভূতপূর্ব বলে বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং বিজেপি সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজনাথ সিং, নীতীন গড়করির মতো নেতারা। প্রধানমন্ত্রী বলেনন, "মহারাষ্ট্রে একইভাবে ২০১৪ সালের আগে বিজেপি সবসময় জুনিয়র পার্টনার ছিল। আমরা শিবসেনার সঙ্গে ছিলাম। সরকার গড়লেও আমরা শিবসেনার নেতৃত্বেই গড়েছি। কিন্তু, গত পঞ্চাশ বছরে একজন মুখ্যমন্ত্রীও টানা পাঁচ বছর মহারাষ্ট্রের সেবা করতে পারেননি। পাঁচ বছর টানা মুখ্যমন্ত্রী থাকা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। পঞ্চাশ বছর পর প্রথমবার ফড়ণবিশ এই সুযোগ পেলেন। ৫০ বছর পর্যন্ত দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও কোনও মুখ্যমন্ত্রী গোটা পাঁচ বছর কুর্সিতে থাকতে পারেননি। আগেরবার আমরা আলাদা লড়েছিলাম।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে আলোর উৎসব

তপন কুমার দাস

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটি তথা উদয়পুরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাস ও কিংবদন্তীর যুগলবন্দী। উদয়পুরে সরোবর বেশি বলে এক কেউ বলেন সরোবর নগরী। আবার মন্দিরের আধিক্য বলে কেউ মন্দির নগরী বলেন। ভারতের একান্ন পীঠের এক পীঠ ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাচীন ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরকে এক অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই আয়োজিত হয় দীপাবলী উৎসব ও মেলার। এবারও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মিলন উৎসব দীপাবলী আয়োজিত হবে আগামী ২৭ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর। ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির চত্বরে তিন দিনব্যাপী উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

দীপাবলী আসলে আলোর উৎসব। অন্ধকার মলিনতা দূর করে প্রতিটি

মানুষের জীবনে সুখ, সম'দ্ধি আর সম্পীতির বার্তা নিয়ে আসে এই উৎসব। শুধু রাজ্যের নয়, বহি:রাজ্যের অগণিত পূণ্যার্থীও পর্যটকরা সারা বছর ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এই উৎসবের জন্য। সকলের কাছে এই উৎসব সম্পীতিও সৌভ্রাত'ত্বের শাশ্বত উৎসব হিসাবে পরিগণিত। ত্রিপুরার অন্যান্য পীঠস্থানের মতো ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরেও জড়িয়ে আছে পুরানো কাহিনী। ১৫০১ সালে মহারাজা ধন্যমানিক্য মাতাবাড়ি মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। পরে ১৬৮২ সালে রাম মানিক্য দেব সংস্কার করেন মন্দিরটি। কথিত আছে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠ।

এখানে সতীর দক্ষিণ পদ পড়েছিল। এখানে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী, ভৈরব ত্রিপুরেশ, কালো কষ্টি পাথরে মূর্তিটি নির্মিত। এই মূর্তিটি রাজ আমল থেকেই পূজিত হয়ে আসছে। প্রতিদিন অগণিত ভক্ত আসেন পূজার্চনা ও আশীর্বাদ নিতে।

দীপাবলী উৎসবকে কেন্দ্র করে এখন মাতাবাড়ি নতুন সাজে সেজে উঠছে। নতুন রং লেগেছে। মন্দির ও মেলা প্রাঙ্গণে আলোকসজ্জার কাজ চলছে। মেলাকে সফল করতে চলেছে জোর প্রস্তুতি। ভীড় সামলানোর জন্য তৈরি হচ্ছে ব্যারিকেড। মেলায় পূণ্যার্থীদের যাতে কোন ধরনের অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও মেলাতে পূণ্যার্থীদের সহায়তা করার দায়িত্বে রয়েছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্কাউট ও পুলিশ প্রশাসন।

মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ বলেন, তিন দিনব্যাপী উৎসব ও মেলা যাতে নির্বিঘে অতিবাহিত হয় তার পুরো দায়িত্ব আরক্ষা বাহিনীর হাতে ন্যাস্ত থাকলেও জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। এদিকে মেলাতে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে স্টল বন্টনের কাজ চলছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও তার রূপায়ন নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। থাকছে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা, পূণ্যার্থীদের জন্য পানীয়জলের ব্যবস্থা, অগি নির্বাপক সংস্থার সব ধরনের জরুরী ব্যবস্থা।

এছাড়া পূণ্যার্থীরা যাতে মেলায় আসতে পারেন তারজন্য যানবাহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূণ্যার্থীদের মনোর'নের জন্য তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর থেকে তিন দিনব্যাপী ব্যাপক সাংস্ক'তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের ও বহি:রাজ্যের শিল্পীগণ সংগীত, ন'ত্য, কবিগান, জারি-সারি, বিহুন'ত্য ইত্যাদি পরিবেশন করবেন। এই বিশাল কর্মযে'র প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। আলোর উৎসব দীপাবলী বয়ে নিয়ে আসুক মৈত্রী, ভালোবাসা আর প্রগতির বার্তা। সম্পীতির আলোয় উদভাসিত হোক মাতাবাড়ির মিলন মেলা।

'সাদা'-কে 'কালো' বলা 'সাংবাদিকতা' নয়

জয়ন্ত ঘোষাল

শৈশবে গরুর রচনায় এই গৃহপালিত শান্ত-শিষ্ট প্রাণীটির উপকারিতা ও অপকারিতা দুই-ই লিখতে হত। প্রতিস্পর্ধী বক্তব্য পেশ করা সাংবাদিকতার সাবেকি নীতিকথা। পক্ষে-বিপক্ষে কঠিন, কঠোর মত দেওয়াটা ছিল সম্পাদকীয় স্তম্ভের দায়িত্ব। সাংবাদিক গটমান বর্তমানকে সাধারণ মানুষের কাছে পেশ করবে বস্তুনিষ্ঠভাবে। সময় সতত পরিবর্তনশীল। সাংবাদিকতার ধারাও বদলেছে। বদলাচ্ছে। এখন উত্তর টেলিভিশন সাংবাদিকতায় শুধু 'তিনি বলেন' চলবে না সাংবাদিক সর্বত্র তার মতামত দেবে। ব্যাখ্যা করবে। উচিত অনুচিতের প্রশ্ন তুলবে। সরাসরি না হলেও পছন্দসই বিশেষজ্ঞদের মতামতের মাধ্যমে।

এখন প্রথম শর্তই হল কোনও একটি পক্ষ নিতে হবে। হয় আপনি তৃণমূল, নয় আপনি বিজেপি। হয় আপনি মোদি, নয় আপনি রাহুল গান্ধী। এক প্রবল 'বনাম' সংস্কৃতি। হয় আপনি ঘটি, নয়তো বাঙাল। এ-ও মেরুকরণ।

আমি এই মেরুকরণের সাংবাদিকতার বিরোধী। ৩৫ বছর সাংবাদিকতা করার পর মনে হয় একজন রাজনৈতিক নেতা বা কোনও রাজনৈতিক দলকে 'মডেল' বলে প্রথমে মেনে নিলে সাংবাদিকতার ক্ষতি। প্রত্যেক রাজনেতাই দোষে-গুণে রক্তমাংসের মানুষ। পণ্ডিত নেহরু থেকে সর্দার প্যাটেল। আম্বেদকর থেকে গান্ধী। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তো একথা প্রযোজ্য। কোনও একজন, বা কোনও একটি দলের সদস্য হয়ে সাংবাদিকতা করা তো 'অ্যাক্টিভিমজ'। তাকে কি 'সাংবাদিকতা' বলা যায়? আমি যদি দল বা নেতাদেরে ক্ষেত্রে ভাল কাজের প্রশংসা করি, আর মন্দ কাজের জন্য নিন্দা করি—কেন তা গৃহীত হবে না? একটা সরকার গণতন্ত্রে পাঁচ বছর কাজ করে। ইস্তাহারে জনসভায় দল ও নেতাকে বলতে হয় 'আমরা সব ভাল কাজ করেছি', এরমানে বুঝলাম, কিন্তু আমরা সাংবাদিকরা তা বলব কেন? সিপিএম জমানায় যখন জ্যোতি বসুর সিপিএমের তীব্র সমালোচনার সাংবাদিকতা করেছি, তখন দিল্লির সার্কলার রোডে জ্যোতি বসু একবার আমাকে বলেছিলেন—এত বছরে আমি কি কোনও ভাল কাজই করিনি বাংলার জন্য।

নরেন্দ্র মোদির ক্ষেত্রেও দিল্লিতে এই চরমপন্থা রাজনীতি দেখতে পাচ্ছি। একদল সাংবাদিক ও সম্পাদক মোদির নাম শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। মোদি মানেই এক অশুভ শক্তি। অসহিষ্ণতা। সাম্প্রদায়িকতা। এত কোটি কোটি মানুষ মোদিকে ভোট দেওয়ার পরও তিনি 'ভিলেন'। আবার,আর একটি বড় গোষ্ঠী আছে দিল্লিতে তারা চূড়ান্ত মোদি ভক্ত। মোদি মানে হর হর মোদি। ঘর ঘর মোদি। তিনি গুরু। তিনি ভগবান। অতিমানব। তিনি কোনও ভুল করতেই পারেন না। এই হল রাজনীতির 'অবতার' বানিয়ে ফেলাব নৃতত্ত্ব। আপাতত দিল্লি কেন বাংলা সহ গোটা দেশেই এই সাংবাদিকতা মহামারীর আকার ধারণ করেছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভোটে বিপুলভাবে জেতার পর শাসক দল কাশ্মীরে ৩৭০ ধারায় কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ তো শাসক দলের ইস্তাহারেই আছে। বিরোধী দল সমালোচনা করতে পারে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টিংয়ের সময় অ্যাক্টিভিস্ট' হওয়া অনুচিত।

পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও এই প্রবণতা। মমতা বিরোধী যাঁরা তাঁরা তাঁর কৃতিত্ব, রাজনৈতিক কুশলতা ও এতদিনের সাফল্যটুকুও মানতে রাজি নন। আবার যাঁরা মমতার পক্ষে,তাঁরা বিজেপি রাজ্যে কেন বাড়ছে, কোথায় তৃণমূলের দুর্বলতা—সেকথাও স্বীকার করতে প্রস্তুতি নন।

অনেকেই আমার এই মতোর পক্ষে নন। আমার এক পরমাত্মীয় সাংবাদিক বলেন, এ হল সাংবাদিকতার প্রাচীন ধারণা। এখন সময় বদলে গিয়েছে। পুরনো 'সোর্স, বা সূত্র পরিচালিত সাংবাদিকতার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, এখন নরেন্দ্র মোদি সমগ্র দেশটার সর্বনাশ করছেন। মোদি এবং তস্য শিষ্য অমিত শাহ যা করছেন তাতে নাকি এত বছরের বহুত্ববাদী ভারতীয় সংস্কৃতি উচ্ছন্নে যাচ্ছে। 'ভারত' নামক দেশটা থাকবে কি না সনেগহ। কাশ্মীরের সিদ্ধান্ত আরও বিভাজনের পথে নিয়ে গেল দেশকে। এরপর মোদি কোথায় যোগ অভ্যাস চালু করলেন, সাংসদদের রোজ হাজিরা দিতে বললেন, অথবা লালকেল্লার ভাষণের জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকেইনপুট চাইলেন—এসব এখন একজন সাংবাদিকের অগ্রাধিকার হতেই পারে না। এখন সামাজিক স্বার্থে মোদি বিরোধী হওয়া উচিত। যাঁরা এই মতে বিশ্বাস রাখেন, আমি তাঁদের ভাবনাকেও শ্রদ্ধা করি। যেমন 'গণশক্তি' আনুষ্ঠানিকভাবেই তাদের প্রচারে বলত, আমরা নিরপেক্ষ নই। আমরা নিপীড়িত মানুষের পক্ষে অর্থাৎ, সর্বহারা শ্রেণির পক্ষে । আমি নিজে অবশ্য মনে করি, দলীয় মুখপত্র একথা বলতেই পারে, কিন্তু 'মাস মিডিয়া' কি একথা বলতে পারে? ২০১৯ সালের ভোটে বুঝছি, রাহুল গান্ধী পারছেন না, তবু অ্যাক্টিভিস্টের মতো 'রাহুল নাঘী জিন্দাবাদ' বলা কি সাংবাদিকতা?

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

নেতাজির 'হোমফ্রন্ট'

অন্তরালের নীরব যোদ্ধা সুধীররঞ্জন বক্সী

দীপঙ্কর ঘোষ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

অবিভক্ত বাংলার বরিশালের আকাশ বাতাস ও তার পরিবেশর মধ্যে রয়েছে স্বদেশি জাগরণের মন্ত্র। বরিশালবাসীর নির্ভিক আচরণ ও দুর্ধর্ষ চরিত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যাবাদীদের চোখ এড়ায়নি। তাইতো সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে রবিশালেই সর্বপ্রথম অস্ত্র আইন প্রযুক্ত হয়। বেসরকারি লোকজনের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নেয় ইংরেজ সরকার। এমনকি রাজপথে মোটা লাঠি নিয়েও চলা নিষেধ।

বরিশালবাসীর অনমনীয়, লড়াকু মানসিকতার প্রশংসা করে মহাত্মা গান্ধী তাই (১৯২১ সালের ২ সেপ্টেম্বর) বলেছিলেন, 'সমস্ত ভারত যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল, তখন বরিশাল ছিল সদা জাগ্রত'।

এমনই এক পরিবেশে বরিশাল জেলার বার্থি গ্রামে ১৯১১ সালের ১১ জুলাই জন্ম হয় সুধীরের। ঘটনাচত্রে। সেই বছরই দাদা বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী, মামার হেমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দল 'মুক্তিসঙ্ঘে' যোগ দেয়। পরে এই 'মুক্তসঙ্ঘই বেঙ্গল ভলন্টিয়ার্স নামে পরিচিত হয়। সুধীরের থেকে দাদা সত্যরঞ্জন ছিল চোদ্দ বছরের বড়। দাদাকে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা ছিল ভারবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তিন মহান সন্তানের। প্রথমজন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ছোট মেয়ে মীরার বিয়ে দেন বার্থি গ্রামের ছেলে নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির সঙ্গে। দ্বিতীয়জন মহাত্মা গান্ধী। তিনি তাঁর নাতি কানু গান্ধী ও প্রেস সেক্রেটারি ক্ষিমাজিভাই প্যাটেলের বিয়ে দিয়েছিলেন 'শোলক' গ্রামের অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের দুই মেয়ে আভা ও বীণার সঙ্গে। তৃতীয়জন সুধীরের স্বপ্নের নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র। তিনি সুধীরের মামা বাড়িতে এসে (১৯৩১ সাল) বলেছিলেন, 'হেমবাবুর জন্মস্থান

'গাভা'য়' আসতে পেরে গৌরবান্বিত মনে করছি'।

নিজের দাদা মামা, মামাতো ভাইয়েরা প্রত্যেকেই মাতৃভূমিকর শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে কারাবাস করছেন। আজ যখন আজাদ হিন্দু-এর সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে ডাক এসেছে, এক মুহূর্তে সময় নষ্ট না করে নিজের দলবল নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুধীর। কলকাতার আশেপাশে কয়েকটি গোপন আস্থানায় আশ্রয় নেয় সকলে। সুধীর তখন যোগাযোগ সহ 'গাইডের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ভাবলে অবাক হতে হয় দুঃসাহসিক এই কাজে এগিয়ে আসে এক নির্ভিক দেশভক্ত মহিলা। বি ভি র কর্মকাণ্ডের অন্যতম সদস্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা রায়চৌধুরী। শান্তিসুধা কাজ করতেন আমেরিকান সদর দপ্তরে, অন্যতম সেক্রেটারি পদে। কাজ করার সুযোগ নিয়ে অ্যালায়েড ডিশপোজিশন অব দ্য ফাইটিং ফোর্সেস সংক্রান্ত বই (ব্লুপ্রিন্ট) সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর, সুধীরদের কাছে পাচার করতেন। সেই খবর টি কি রাও -এর শক্তিশালী বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হত। নেতাজির কাছ থেকে অস্ত্রাদি এলে তা গোপনে খালাস করে রাখা এবং বক্সা জেল থেকে পশ্চাৎ অপসরণে বাধ্য হয়।

১৪ এপ্রিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে রচিত হল এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। বিকেল ৫ টায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্ণেল সৌকত আলি মালিক ভারতের মাটিতে মৈরাং-এর কাংলা ময়দানে আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকা উত্তোলন করেন।

হায়! এই বিজয়ের খবর ভারতের সমতলবাসীর কাছে পৌঁছল না। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাস। গ্রামের বাড়িতে দুর্গাপূজার আনন্দের রেশ তখনও চলছে। সুধীরকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা নিয়ে আসে পুলিশ। লর্ড সিনহা রোড আই বি -র সলিসিটার সেলে সুধীরকে রাখা হয়। শুরু হল 'সভ্য' ইংরেজ পুলিশের অকথ্য অত্যাচার। প্রায় চারমাস দরে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুদীরকে পাঠিয়ে দেওয়া হল লাহোর ফোর্ট জেলে। তাঁর স্থান হল ভূগর্ভস্থ সেল-এ। ওই লাহোর ফোর্ট জেলেই বন্দি করে আনা হল নেতাজির ভাইপো শিশিরকুমার বসুকেও। শিশিরকে কেন বন্দি করে আনা হয়েছে তার কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানায় যে, 'ইউ ওয়ার অ্যাকাটিং ইন অ্যা ম্যানারস প্রিজুডিয়াসিয়াল টু দ্য ডিফেন্স অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ইন অ্যাজ মার্চ ইন কোলবোরেশন উইথ মেম্বার্স অব রেঙ্গল ভলান্টিয়ার গ্রুপ অ্যান্ড আদারস'। **(সমাপ্ত)**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদার সাক্ষাত পেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ঐক্যফ্রন্টের ৭ নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। কারা তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের সঙ্গে দেখা করেছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সাত নেতা।

জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে জোটের এই নেতারা সোমবার বিকাল ৩টায় সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তরে যান। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক রেজা কিবরিয়া, জেএসডির যুগ্ম সম্পাদক শহীদউদ্দিন মাহমুদ স্বপন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বিকল্পধারার সভাপতি নুরুল আমিন ব্যাপারী এ সময় রবের সঙ্গে ছিলেন।

রব পরে সাংবাদিকদের বলেন,সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা জানতে আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি।

তিনি বলেছেন আপনারা দেখা করতে পারবেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের একসাথে অথবা দুই ভাগে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে উনি আইজি প্রিজনসকে বলে দেবেন।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ঐক্যমতের সরকারের মন্ত্রী ছিলেন রব।

আর ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ২০০১-২০০৬ মেয়াদে বিএনপি সরকারের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।জিয়া এতিমখানা ট্রাস্ট ও জিয়া দাতব্য ট্রাস্টের দুইটি দুর্নীতি মামলায় ১৭ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গতবছরের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে বন্দি।চিকিৎসকের পরামর্শে গত ১ এপ্রিল থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তার চিকিৎসার বিষয়ে কথা বলতে এর আগে কয়েকবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীসহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বুয়েটে হত্যাকান্ডের শিকার আবরার ফাহাদের মা-বাবা গনভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। বুয়েটে হত্যাকাণ্ডের শিকার আবরার ফাহাদের মা-বাবা ও ভাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে ঢুকেছেন। সোমবার (১৪ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে তারা গণভবনে ঢোকেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন সাংবাদিকদের জানান, আবরার ফাহাদের বাবা বরকত উল্লাহ, মা রোকেয়া বেগম এবং ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজ গণভবনে এসেছেন।

একটি ফেসবুক স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে গত ৬ অক্টোবর দিনগত রাতে বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের (১৭ ব্যাচ) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ৭ অক্টোবর হলের সিঁড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা সবাই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী।হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি জানাজানি হলে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচারে নিজের অবস্থানের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলে দিয়েছেন,অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় যা—ই হোক, সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

শিলং সংলাপ এবং ইন্দো-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে বাণিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ‘শিলং সংলাপ-২০১৯’ এবং ‘ইন্দো-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার সম্মেলন’-এ যোগ দিতে সোমবার ভারতের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

আগামী ২২ ও ২৩ অক্টোবর ভারতের আসাম রাজ্যের গৌহাটিতে ‘ইন্দো-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার সম্মেলন’ এবং ২৪ ও ২৫ অক্টোবর মেঘালয় রাজ্যে ‘শিলং সংলাপ-২০১৯’ অনুষ্ঠিত হবে। এশিয়ান কনফ্লুয়েন্স এবং ইন্ডিয়া ইষ্ট এশিয়া সেন্টারের আমন্ত্রণে বাণিজ্যমন্ত্রী উল্লিখিত দু’টি অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন।শিলং সংলাপের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারত ও পার্শবর্তী অঞ্চলের মধ্যে পর্যটন এবং কৃষি/উদ্যানতত্ত্ব খাতে মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।এ সংলাপে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিশেষতঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং দু’দেশের মানুষের মধ্যেও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী আগামী ২৫ অক্টোবর দেশে ফিরবেন।

বাংলাদেশের জনগণ মুক্তির প্রহর গুনছে: মির্জা ফখরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৩।। জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে অগণতান্ত্রিক পন্থায় জোর করে রাষ্ট্রমতা দখলের মাধ্যমে দেশ শাসনের ফলে বর্তমান ভোটারবিহীন সরকারের কবল থেকে জনগণ মুক্তির প্রহর গুনছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বুধবার (২৩ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।মির্জা ফখরুল বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের ধারাবাহিকভাবে নির্বিচারে গ্রেফতার করা হচ্ছে। অপহরণ, গুপ্তহত্যা, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও নির্দয়ভাবে গুম অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার (২৩ অক্টোবর) রাঙামাটি জেলা বিএনপির সদস্য ও রাজস্থলী উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি জনপ্রিয় নেতা দীপময় তালুকদারকে অপহরণের পর বুধবার তার মরদেহ উদ্ধার বর্তমান সরকারের আমলে গুপ্তহত্যার আরও একটি নির্মম সী। এছাড়া কুষ্টিয়া জেলা যুবদলের সভাপতি আল আমিন কানাইকে মঙ্গলবার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নিয়ে গেলেও তাকে আটকের খবর অস্বীকার করা বর্তমান নিষ্ঠুর শাসনের আরেকটি উদ্বেগজনক চিত্র।বিএনপি মহাসচিব বলেন, এ ধরনের অমানবিক গুম, খুনকে সরকার নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত করেছে।

বর্তমানে সারাদেশে ভয়ের যে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা থেকে উত্তরণে দলমত নির্বিশেষে সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যুগে যুগে নিষ্ঠুর স্বৈরাচারদের ভাগ্যের ভয়াবহ পরিণতি।

আমি অবিলম্বে দীপময় তালুকদারের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

ধর্ম অবমাননার ঘটনায় ভোলার বাড়ি ও মন্দিরে হামলা ভাংচুরের অভিযোগে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। ভোলার বোরহানউদ্দিনে হিন্দু তরুণের ফেইসবুক আইডি হ্যাক করে ধর্ম অবমাননার ঘটনায় সংঘর্ষের সময় ভাওয়াল বাড়ি ও মন্দিরে হামলা চালিয়ে ভাংচুরের অভিযোগে মামলা হয়েছে।বোরহানউদ্দিন থানার ওসি এনামুল হক জানান, মন্দির কমিটির সভাপতি সত্যপ্রসাদ দাস মঙ্গলবার রাতে তাদের থানায় অজ্ঞাত ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে আসামি করে মামলাটি করেন।

বিপ্লব চন্দ্র বৈদ্য শুভ নামে এক হিন্দু তরুণের ফেইসবুক আইডি হ্যাক করে ‘অবমাননাকর’ বক্তব্য ছড়ানোর পর রোববার ‘মুসলিম তাওহিদী জনতর’ ব্যানারে সমাবেশ হয় বোরহানউদ্দিন উপজেলা ঈদগাহে।সেখান থেকে কয়েকশ মানুষ পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায়। দফায় দফায় সংঘর্ষে চারজন নিহত হন; আহত হন ১০ পুলিশ সদস্যসহ শতাধিক।এ সময় ভাওয়াল বাড়ি ও গৌর নিতাই আশ্রম মন্দিরে হামলা হয় বলে মামলায় অভিযোগ করেছেন সত্যপ্রসাদ দাস।তিনি বলেন, রোববার দুপুরের দিকে হঠাৎ শতাধিক হামলাকারী এসে ভাওয়াল বাড়ির আট-নয় টি বাড়ি ভাংচুর করে এবং আমাকে মারধোর করে।বোরহানউদ্দিন থানা থেকে একটু দূরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে অবস্থিত ভাওয়াল বাড়িতে হিন্দু-মুসলিমসহ গোটা চল্লিশেক পরিবার বাস করে। বুধবার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি ও শিা) আতাহর মিয়া, সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহসিন আল ফারুক ও বোরহানউদ্দিন থানার ওসি এনামুল হক ভাওয়াল বাড়ি পরিদর্শন করেছেন। ওসি এনামুল বলেন, মন্দির ও হিন্দু বাড়িতে হামলার ঘটনায় প্রকৃত আসামি ও অপরাধীদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের কাজ চলছে।

বাংলাদেশের একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে অনাকাঙি উক্তির জন্য দুঃখিত: রাশেদ খান মেনন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, আমার নির্বাচন সম্পর্কিত অনাকাঙি উক্তিকে কেন্দ্র করে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি বলতে চাই, নির্বাচনে মানুষের আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্যই নির্বাচনকে যথাযোগ্য রাজনৈতিক মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ওয়ার্কার্স পাটি ১৪ দলে ছিল এবং আছে।

বুধবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে দোহারে ঢাকা জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনের উদ্বোধনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। দলের প থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।মেনন বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, উন্নয়নকে স্থায়ী করতে হলে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বৈষম্য ও দুর্নীতি দূর করতে হবে। মানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, আজকে যখন আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তখন কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ধান ফলায়, তার মূল্য পায় না। এটা পরে উৎপাদনেরে ত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। সুতরাং, যেভাবেই হোক কৃষকের ফসলের দামের ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হবে। গার্মেন্টেস শ্রমিকদেরে ত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। তারা শ্রম দিয়ে দেশের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা আনে, তা দিয়ে মালিকগোষ্ঠী লাভবান হয়। কিন্তু, শ্রমিক যে মজুরি পায়, তা দিয়ে ১৫ দিনও চলে না। এই বাস্তবতাকে দূর করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

ঢাকা জেলা সভাপতি আব্দুল বারেকের সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য নুরুল হাসান, মাহমুদুল হাসান মানিক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করম আলী।

বোরহানউদ্দিন যাচ্ছেন গণফোরাম নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে চারজন নিহতের ঘটনার সরেজমিন জানতে বুধবার ভোলার বোরহানউদ্দিন যাচ্ছে কামাল হোসেনের দল গণফোরামের একটি প্রতিনিধি দল।পাঁচ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলে নেতৃত্বে দেবেন দলের ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হেলাল উদ্দিন।

প্রতিনিধি দলের সদস্য ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক লতিফুল বারী হামিম বলেন, বোরহানউদ্দিন উপজেলায় গত ২০ অক্টোবর যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেই ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসনসহ এলাকায় মানুষের কাছে তথ্যাদি জানতে গণফোরামের প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।প্রতিনিধিদলটি বুধবার দুপুরে ভোলা রওনা হবে এবং বৃহস্পতিবার সেখানে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেদিনই ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবে।

রোববার ভোলার বোরহানউদ্দিনে এক হিন্দু তরুণের ফেইসবুক আইডি ‘হ্যাক করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.) এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর’ বক্তব্য ছড়ানোর পর ‘মুসলিম তাওহিদী জনতা’র ব্যানারে সমাবেশ থেকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক মাদ্রাসার ছাত্রসহ ৪ জন নিহত ও ১০ পুলিশসহ শতাধিক আহত হন।

যার নাম-ই আসুক, ব্যবস্থা হবে আইনানুগ তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘ক্যাসিনো সংশ্লিষ্টতায় যে কারো নাম-ই যদি আসে, দেশে আইন আছে, আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে।’

সোমবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সেফটি শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননকে নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিষয়টি তদন্তাধীন। আমি মনে করি, যদি এটি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ যে ধরনের রাজনীতিবিদের নাম এখানে আসছে, সেটি আসাই উচিত হয়নি বা আমরা কখনও তা কল্পনা করিনি। তবে যার নামই আসুক, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে।’ ভোলায় সাম্প্রতিক সংঘর্ষ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড় হাছান মাহমুদ বলেন,ভোলার ঘটনা অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন- বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মফিদুর রহমান।সেমিনারে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছেন।

বেতন বাড়ানোসহ ১১ দফা দাবিতে ধর্মঘটের ডাক বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। দেশের ক্রিকেটের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন ক্রিকেটাররা। সোমবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে মিরপুরে বিসিবি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এমনটি জানান ক্রিকেটাররা।

১১ দফা দাবিতে ক্রিকেটের মুখপাত্র হিসেবে সাকিব সাংবাদিকদের জানান, ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলোতে পারিশ্রমিক আগের মতো বাড়ানো হচ্ছে না। খেলার ভ্রমণের জন্য নূন্যতম যাতায়াতের ভালো ব্যবস্থা রাখা উচিত। হোটেলের জিম ব্যবস্থা, সুইমিং পুল ব্যবস্থা থাকতে হবে। এটা একজন পেশাদার ক্রিকেটারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ক্রিকেটের পাইপলাইনও ঠিক করার ব্যাপারে সাকিব জোর দেন। আর এসব দাবি না মানা হলে এখন থেকে ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রমে অংশ নেবেন না ক্রিকেটাররা।১১ দফা দাবির মূল ইস্যুগুলো ছিল, ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ব্যবস্থাপনা আগের মতো হতে হবে। বিপিএলে লোকাল ক্রিকেটারদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি ১ লাখ করা। ভ্রমণ সুবিধা, হোটেল সুবিধা। জাতীয় দলের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের বাড়িয়ে ৩০ করা। ক্রিকেটার ছাড়াও অন্য কর্মীদের যেমন, গ্রাউন্ডসম্যান, কোচ ও আম্পায়ারদের বেতন বৃদ্ধি। আরেকটি ঘরোয়া ওডিআই ও টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। ঘরোয়া ক্রিকেটের ক্যালেন্ডার। ডিপিএলে বকেয়া বেতন পরিশোধ ও দুটির বেশি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলতে অনুমতি দেওয়া। সংবাদ সম্মেলনে সাকিবসহ, তামিম, মাহমুদউল্লাহ, মিরাজ, ইমরুল, সৌম্য, মুশফিক, সাইফউদ্দিন, এনামুল বিজয়, মুমিনুল, মিঠুন, জুনায়েদ সিদ্দিকী, নুরুল হাসান সোহান, রনি তালুকদার, শফিউল ইসলাম, তাসকিন, মোস্তাফিজের মতো প্রথমসারির সব ক্রিকেটারই ছিলেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সিইও নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন জানান, আলোচনার মাধ্যমে এসব বিষয় সমাধান করা হবে।

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা কারাবন্দী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা কারাবন্দী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চান।রোববার দুপুরে ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার বিষয়টি আলোচনা করে তার সাাৎ চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।দুপুরে মতিঝিলে কামাল হোসেনের চেম্বারে তার সভাপতিত্বে এই বৈঠক হয়।

বৈঠকের পর ফ্রন্টের নেতা জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেন,আমাদের তিন তিন বারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে আছেন। সারা জাতি আজকে উৎকণ্ঠিত যেকোনো সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। উনার একটা হাত অবশ হয়ে গেছে, উনি খেতে পারেন না।আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প থেকে একটা প্রতিনিধি দল্ আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাব- আমরা উনাকে দেখতে যেতে চাই, অবস্থাটা কী- এটা জানার জন্য।

গত ১ এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) খালেদা জিয়া চিকিসাধীন আছেন।রব বলেন,আমরা আবেদন করব স্যারসহ (কামাল হোসেন) জোটের সব দলের প্রতিনিধিদের যাওয়ার জন্য। অনুমতি পেলে স্যার অবশ্যই যাবেন।

বৈঠকের ঘণ্টাখানেক পর বিএনপির সাবেক সাংসদ জহিরউদ্দিন স্বপন বলেন,ঐক্যফ্রন্টের প্যাডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বরাবর চিঠি যাবে আ স ম আবদুর রবের স্বারে। চিঠি লেখা হয়ে গেছে। আজকেই তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা সম্প্রতি দেখা করেছেন বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য উকিল আবদুস সাত্তার, হারুনুর রশীদ, আমিনুল ইসলাম, জাহিদুর রহমান জাহিদ, মোশাররফ হোসেন, জি এম সিরাজ ও রুমিন ফারহানা। ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, জহির উদ্দিন স্বপন, জেএসডির তানিয়া রব, আবদুল মালেক রতন, শহিদউদ্দিন মাহমুদ স্বপন, গণফোরামের সুব্রত চৌধুরী, রেজা কিবরিয়া, মোশতাক হোসেন, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না, গণস্বাস্থ্য সংস্থার জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ।

রোহিঙ্গাদের দ্রুত নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৪।। রোহিঙ্গাদের যে কোনো উপায়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল গতশনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনস্থ বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ‘রোহিঙ্গা শরনার্থী’ বিষয়ক এক গোল টেবিল বৈঠকে এ সহায়তা চান।এছাড়াও তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দু’টি ব্যাংক ‘সিটি ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল’ ও ‘এইচএসবিসি’ ব্যাংকের সাথেও বৈঠক করেছেন।

রবিবার ঢাকায় প্রাপ্ত এক সরকারি তথ্যবিবরণীতে এ কথা জানানো হয়।এতে বলা হয়, ‘রোহিঙ্গা শরণার্থী’ বিষয়ক ওই বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের কোনো বিকল্প নেই। রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে তিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এ ে ত্র বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, বিশ্বব্যাংক বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করে এ ব্যাপারে ইতিবাচক একটা সিদ্ধান্ত নিবে।অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা নাগরিকদের মানবিক কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া হলেও এখন বাংলাদেশকে উচ্চমূল্য দিতে হচ্ছে।

আশ্রিত রোহিঙ্গাদের কারণে কক্সবাজারসহ ওই এলাকার পুরো পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এতে বাংলাদেশের সামাজিক ও জলবায়ুগত চ্যালেঞ্জ বাড়ছে। আর সামাজিক এ তি ডলার বা টাকার অংকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

তথ্যবিবরণীতে জানানো হয়,সিটি ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ও এইচএসবিসি ব্যাংকের সাথে বৈঠক সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন, ব্যাংক দু’টি বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ও বন্ড মার্কেটে বিনিয়োগ বাড়াতে চায়। বিশ্বব্যাংকের সভায় এ সংক্রান্ত দুটি আলাদা প্রস্তাবও করা হয়েছে। এগুলো যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দণি এশিয়া অঞ্চলের বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট হার্টউইগ শেফার, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মনোয়ার আহমেদ ও অর্থ সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সরকার সম্প্রচার সাংবাদিক ও কর্মীদের চাকরি আইনি সুরা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, অক্টোবর ২৪।। তথ্যমন্ত্রী ড়হাছান মাহমুদ বলেছেন, সরকার সম্প্রচার সাংবাদিক ও কর্মীদের চাকরি ও আনুসাঙ্গিক সুবিধার আইনি সুরা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে।সম্প্রচার গণমাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।মন্ত্রী বলেন,আসুন টেলিভিশন শিল্পকে বাঁচাতে সবাই এক সাথে কাজ করি। যদি ‘সম্প্রচার আইন’ পাশ হয়, তবে আইনি সুরা নিশ্চিত হবে।

পিআইবি’র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে ব্রডকাস্টিং মিডিয়া সেন্টার (বিজেসি) ও প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) যৌথভাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।মন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগের আমলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের গণমাধ্যম খাতে বড় ধরনের বিপ্লব হয়েছে।এ ব্যাপারে তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশে প্রথম কোন বেসরকারি টেলিভিশনকে লাইসেন্স দেন। এখন দেশে প্রায় ৩৪টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে এবং ৪৪টি চ্যানেল লাইসেন্স পেয়েছে।

ড় হাছান বলেন, টেলিভিশন শিল্পটি বিস্তৃত হচ্ছে। বিজ্ঞাপন কমে যাওয়াসহ বেশ কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এখন শিল্পটিকে টিকে থাকতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।মন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমি অকান্তভাবে সাংবাদিকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু এ জন্য আমাকে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা দরকার। সাংবাদিকরা সমাজের দর্পন। তাদের সুরা দেয়া আমাদের দায়িত্ব।গণমাধ্যম সম্প্রচারের ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কে হাছান বলেন,এই খাতে ডিজিটালাইজেশনের পর দেশের গণমাধ্যম ও এর কর্মীদের স্বার্থ নিশ্চিত হবে।তিনি বলেন, বিভিন্ন পদপে অনুসরণের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন ধরনের অনিয়ম হলে সরকার ব্যবস্থা নেবে।তিনি আরো বলেন, বিদেশের বিভিন্ন চ্যানেলে বাংলাদেশী বিজ্ঞাপন সম্প্রচার বন্ধ হয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন,পাশাপাশি, ক্যাবেল অপারেটররা সম্প্রচারের দিনণ অনুযায়ী বাংলাদেশী টিভি চ্যানেলগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে। তালিকায় বাংলাদেশী চ্যানেলের পর বিদেশী চ্যানেলগুলোকে রাখা হচ্ছে।তিনি আরো বলেন, কোন কোন টেলিভিশন চ্যানেল বিদেশী টিভি সিরিজ বাংলায় ডাবিং করে সম্প্রচার করছে। এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ড় হাছান বলেন,তাই মন্ত্রণালয় ডাবিংকৃত সিরিয়ায় সম্প্রচারের জন্য সরকারের অনুমোদন নিতে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারটি তদারকির জন্য শিগগিরই একটি প্রিভিউ কমিটি গঠন করা হবে।তিনি আরো বলেন,আমরা গণমাধ্যমের উন্নয়নে ইতোমধ্যেই বেশকিছু পদপে গ্রহণ করেছি।তিনি বলেন, অনেক কোম্পানি বিশেষত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো বিদেশের দ্বিতীয় গ্রেডের মডেল দিয়ে বিজ্ঞাপন বানাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশেই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মডেল ও কলাকুশলী আছে। তাই সরকার বিজ্ঞাপনে বিদেশী শিল্পীদের নিষিদ্ধ ঘোষণার পরিকল্পনা করছে।আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান বলেন, সরকার সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে শৃঙ্খলা আনতে গত ছয় মাসে বিভিন্ন পদপে গ্রহণ করেছে।মন্ত্রী বলেন, সরকার শুধু মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিচালনার জন্য মোবাইল কোম্পানিগুলোকে লাইসেন্স দিয়েছে। কিন্তু তারা এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ভিডিওর পাশাপাশি বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করছে, এটা গ্রহণযোগ নয়। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ড় হাছান সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত না করার জন্য বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সাংবাদিকরা তাদের টিভি চ্যানেলের জন্য ২৪ ঘন্টা কাজ করে যাচ্ছেন।

সভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন ছিলেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে)’র সভাপতি মোল্লা জালাল, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে)’র সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, বিজেসি ট্রাস্টি মোজাম্মেল বাবু, মুন্নী সাহা, মামুনুর রহমান খান এবং বিজেসি’র চেয়ারম্যান রেজাউন হক রাজা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অমিতাভ-এর ''কালিয়া''-কে টুকে কি ''দাবাং ৩'', মুক্তির আগেই জানুন কাহিনি

দাবাং ৩-এ কি অমিতাভ বচ্চন অভিনীত কালিয়ার প্রভাব রয়েছে? এখন এমন প্রশ্নই উঠতে শুরু করেছে। কারণ, ট্রেলার মুক্তির পর যা জানা গিয়েছে তাতে দাবাং-৩ হল ছবির নায়ক চুলবুল পাণ্ডের দাবাং হয়ে ওঠার গল্প। কী ভাবে একজন সিধেসাধা প্রেমিক দাবাং হয়ে উঠলেন সেটাই পরতে পরতে ডানা মেলেছে বলেই অনুমান করা হচ্ছে।ফলে দাবাং ৩-কে একদিক থেকে সিক্যুয়েলের সঙ্গে সঙ্গে প্রিক্যুয়েলও বলা যেতে পারে বলে দাবি করছেন চলচ্চিত্র সমালোচকরা। অমিতাভ বচ্চন অভিনীত কালিয়া-র কাহিনিও অনেকটা তেমনই। এক অসহায় গরিব যুবকের কালিয়া হয়ে ওঠার কাহিনি। শয়তান মিল মালিকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে অকালে মৃত্যু-র মুখে পতিত হয়েছিল কালিয়ার দাদা। শয়তান মিল মালিকের কাছে দাদার জন্য সে প্রাণ ভিক্ষাও চেয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সে। এমনকী, দারোয়ানদের দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে দিয়েছিল শয়তান মিল মালিক। দাদা-কে বাঁচানোর জন্য কালিয়া তখন সেই শয়তান মিল মালিকের সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি করে। কিন্তু বাড়ি ঢুকে সে দেখে দাদা-র মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে কালিয়া-কে গ্রেফতার করে জেলে পুরে দেয়। জেলের মধ্যেও অত্যাচারের সম্মুখিন হয়ে গর্জে ওঠে কালিয়া। আস্তে আস্তে সে হয়ে ওঠে জেলের দাদা। পরে জেল থেকে বেরিয়ে সে অন্ধকার দুনিয়ার বেতাজ বাদশা হয়। শয়তান মিল মালিকের বিরুদ্ধে সে প্রতিশোধ নেয়।দাবাং-৩-এর কাহানিও অনেকটাই কালিয়ার মতো এক অসহায় মানুষের বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, ট্রেলারেই প্রকাশ যে সলমন নিজের মুখেই জানাচ্ছেন চুলবুল পাণ্ডের দাবাং হয়ে ওঠার পিছনে এক কাহিনি রয়েছে। আর সেই কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে এক সুন্দরী তরুণীর কথা। এই তরুণীর ভূমিকাতেই অভিনয় করছেন সাই মঞ্জেরেকর। অভিনেতা, পরিচালক-প্রযোজক এবং নাট্য ব্যক্তিত্ব মহেশ মঞ্জেরেকরের মেয়ে হলেন সাই। তাঁকেই এবার দাবাং ৩-এ ব্রেক পাইয়ে দিয়েছেন সলমন।সাই যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন সেই তরুণীর সঙ্গে প্রেমের এক সম্পর্ক ছিল চুলবুল পাণ্ডের। সে সময় চুলবুল অত্যন্ত এক সরল ও পরিস্কার মনের মানুষ। যে প্রেমিকার সঙ্গ পেলে আবেগে ভেসে যায়, আহ্লাদিত হয়ে পড়ে। কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। তার এহেন প্রেমে নজর পড়ে এক শয়তানের। আর সেই শয়তানের চক্রান্তে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে চুলবুলের জীবন। অকালে সে হারিয়ে ফেলে তার প্রেমিককে। জীবনের এই ঘটনাই তার মধ্যে দাবাং মানসিকতার জন্ম দেয় এবং জন্ম হয় এক ভয়ডরহীন পুলিশ অফিসারের।ট্রেলারে যে ভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তাতে চলচ্চিত্র সমালোচকদের মনে হচ্ছে, তার প্রথম জীবনের সেই শয়তানের সঙ্গেই নতুন করে সাক্ষাত হয় চুলবুলের। এতে পুরনো সেই প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে চুলবুলের মনে। ঘটনা পরম্পরায় সেই শয়তানের সঙ্গেও বারবার দ্বন্দ্ব লাগতে থাকে চুলবুলে। দাবাং-৩-এর কাহিনি এভাবেই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।এই পুরো কাহিনি এবং এক সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী হয়ে ওঠার সঙ্গে কালিয়া-র অনেকটাই মিল রয়েছে বলেই দাবি চলচ্চিত্র সমালোচকদের। তবে, দাবাং ৩-কে পুরোপুরি কালিয়া-র টুকলি বলতে চান না তাঁরা। বরং তাঁদের বক্তব্য যে দাবাং ৩ প্রভাবিত হলেও হতে পারে।ট্রেলার মুক্তি পেতেই দাবাং-৩-এর বেশকিছু সংলাপও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। সেই সব সংলাপগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে কালিয়া-র অনেকটাই মিল রয়েছে বলেও মনে করছেন কেউ কেউ। বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কালিয়া আজও বক্স অফিসের সাফল্যের দিক থেকে এবং মশালাদার সিনেমার আদর্শ উদাহরণ। কারণ, কালিয়া ছবির মূল ইউএসপি হলো এর চরম নাটকীয়তা, সংলাপ, সাধারণ মানুষের এক অসামান্য হয়ে ওঠার গল্প, এক সহজ-সরল মানুষের বদলে যাওয়ার গল্প, অদৃষ্টবাদ ও মেলোড্রামা। এই সমস্ত গুণের সঠিক মিশ্রণ ঘটেছিল কালিয়া-তে। দাবাং ৩-ও এই একই ফর্মূলায় বক্স অফিস কাঁপাতে চলেছে বলেও মনে করা হচ্ছে।দ্য ওয়াল ব্যুরো; রুপোলি পর্দায় একা যিনি প্রতিরোধ করতে পারেন যে কোনও দুষ্কর্ম, যার ধমকে চমকে কেঁপে ওঠে দেশ বিদেশের অন্ধকার জগতের রথী মহারথীরা, তিনি সামান্য ''মুড'' সামলাতে ব্যর্থ হন। তাঁর মুড এতটাই পরাক্রান্ত যে তার আক্রমণে বিয়ে পর্যন্ত ভেঙে দিতে বাধ্য হন ''একাই একশ'' অভিনেতা। ''দাবাং'' চুলবুল পাণ্ডে সম্পর্কে এমনটাই জানালেন অভিনেতার বন্ধু প্রযোজক সাজিদ নাদিওয়ালা। কপিল শর্মার শো-তে সলমন খানের দীর্ঘদিনের বন্ধু সাজিদ নাদিওয়ালা জানিয়েছেন, ১৯৯৯ সালে সলমন খান একেবারে বিয়ের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পাত্রী ছিলেন সলমনের সেই সময়ের বান্ধবী। ব্যাপারটা এতদূর এগিয়েছিল যে বিয়ের আমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত বিলি হয়ে গিয়েছিল নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। কিন্তু বিয়ের ঠিক পাঁচ বা ছ'দিন আগে বলিউড তারকা জানিয়ে দেন তাঁর বিয়ে করার মুড নেই। সেই একই দিনটি ছিল সাজিদ নাদিওয়ালারও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দিন। দুই বন্ধু আলোচনা করেই এক দিনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিজের বিয়ে বাতিল করে সলমন বিয়ের দিন বন্ধুর বিবাহবাসরে এসে সাজিদকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনিও বিয়ে ভেঙে দিতে চান কিনা, পালিয়ে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত পাকা, গাড়িও তৈরি আছে। বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বন্ধুকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটি অবশ্যই রসিকতা ছিল বলে জানিয়েছেন সলমনের ''কিক'' চলচ্চিত্রের পরিচালক সাজিদ। পাত্রীর নাম সাজিদ উচ্চারণ না করলেও কয়েক দিন আগে ''কফি উইথ করন'' অনুষ্ঠানে সলমন নিজেই জানিয়েছিলেন একবার বিয়ে করতে যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর ভাবি স্ত্রী ''বিশ্বস্ত'' নয়। সেই কারণে তিনি বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। অন্য এক সাক্ষাতকারে অভিনেতা জানিয়েছিলেন, একবার অভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানিকে বিয়ে করার খুব কাছাকাছি তিনি পৌঁছে গেছিলেন। যদিও করন জোহর-এর শো''তে সলমন জানিয়েছেন যে তিনি এই মুহূর্তে কোনও সম্পর্কে জড়াতে ইচ্ছুক নন। অতীতে একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে সলমন খানের নাম জড়িয়ে বলিউডি গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে ঐশ্বর্য রাই, ক্যাটরিনা কাইফ যেমন রয়েছেন তেমনই নাম শোনা গেছে এক সঙ্গীতশিল্পীরও নাম। ফলে বলিউডের অন্যতম সফল এই জনপ্রিয় অভিনেতার ব্যক্তিজীবন সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রে রয়ে গেছে।

রণবীরের সঙ্গে কাজের প্রস্তাব কেন ফেরালেন শ্রদ্ধা?

বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর। বলিউডের সফল অভিনেত্রীদের একজন তিনি। অভিনয় দক্ষতার গুণে ইতিমধ্যেই দর্শক হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী রণবীর কাপুরের সঙ্গে কাজের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কেন?জানা গেছে, সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে শ্রদ্ধার ছবি ''সাহো'' ও ''ছিছোরে''। দুটি ছবিই বক্স অফিসে চূড়ান্ত সফল। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী রণবীর কাপুরের সঙ্গে কাজের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কেন?জানা গেছে, সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে শ্রদ্ধার ছবি ''সাহো'' ও ''ছিছোরে''। দুটি ছবিই বক্স অফিসে চূড়ান্ত সফল।বক্স অফিসে দীর্ঘদিন পর এমন সাফল্য তার কাছে এনে দিয়েছে একের পর এক ছবির অফার।শোনা গেছে, লাভ রঞ্জনের আগামী ছবিতে অজয় দেবগণ এবং রণবীর কাপুরের সঙ্গে শ্রদ্ধাকেও অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ছবির অফার নাকি ফিরিয়ে দিয়েছেন এই অভিনেত্রী। কেন এমন করলেন তিনি?বাতাসে জোর গুঞ্জন, নীতেশ তিওয়ারির ৬০০ কোটি টাকা বাজেটের ছবিতে কাজের আগ্রহ দেখিয়েছেন ''আশিকি-২'' খ্যাত এই অভিনেত্রী। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে তৈরি ছবি ''রামায়ণ''-এ সীতা চরিত্রের অফার এসেছে তার কাছে।শ্রদ্ধা কাপুরের শেষ ছবি ''ছিছোরে''-এর পরিচালকও ছিলেন নীতেশ তিওয়ারি। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে অভিনেত্রীর কমফর্ট লেভেল অনেকটাই বেশি।প্রসঙ্গত, সাহো এবং ছিছোরে-র পর সদ্য ''স্ট্রিট ড্যান্সার থ্রিডি''র শুটিং শেষ করেছেন শ্রদ্ধা কাপুর। রেমো ডি'সুজা পরিচালিত এই ছবিতে তার বিপরীতে দেখা যাবে বরুণ ধাওয়ানকে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন প্রভু দেবা এবং নোরা ফতেহি। ২০২০ সালের ২৪ জানুয়ারিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে এই ছবির।চলতি বছরের মাঝামাঝি মুক্তি পেয়েছে শ্রদ্ধা কাপুরের দু দুটি ছবি সাহো এবং ছিছোরে। দুটি ছবিই বক্স অফিসে দারুনভাবে সফল। দীর্ঘদিন পর এমন বক্স অফিস সাফল্য শ্রদ্ধার কাছে এনে দিয়েছে এক্র পর এক ছবির অফার। শোনা গিয়েছিল লাভ রঞ্জনের আগামী ছবিতে অজয় দেবগণ এবং রণবীর কাপুরের সঙ্গে তাঁকেও অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খবর হল, এই ছবির অফার নাকি ফিরিয়ে দিয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর।কেন এমন করলেন শ্রদ্ধা? বি টাউনে জোর গুঞ্জন, নীতেশ তিওয়ারির ৬০০ কোটি টাকা বাজেটের ছবিতে কাজের আগ্রহ দেখিয়েছেন শ্রদ্ধা। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে তৈরি এই ছবি রামায়ণ-এ সীতা চরিত্রের অফার এসেছে তাঁর কাছে। প্রসঙ্গত, শ্রদ্ধা কাপুরের শেষ ছবি ছিছোরে-এর পরিচালকও ছিলেন নীতেশ তিওয়ারি। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধার কমফর্ট লেভেল অনেকটাই বেশি।

চোদ্দ শাক খেলে কি হয়?

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ১৪ রকমের শাক খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে।বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। বলা হয়, হেমন্তের শুরুতে পোকার উপদ্রব দূর করতে বাড়িতে ১৪ প্রদীপ জ্বালানো হয়। আবার ঋতুর পরিবর্তনের কারণে এই সময়টা অসুখ বিসুখ হয় বেশি।সেই বিশেষ ১৪ রকমের শাক এখন আর পাওয়া যায় না বললেই চলে। তবু প্রচীন প্রথা ধরে রাখার চেষ্টা আজও রয়েছে অনেক ঘরেই। পঞ্চ ভূত- আকাশ, মাটি, জল, হাওয়া, অগ্নি তাই প্রকৃতির কোল থেকে তুলে আনা ১৪ প্রকার শাক খেয়ে তারা পরলোকগত ১৪ পুরুষের উদ্দেশ্যে উতসর্গ করে এই দিনটিকে।১৪ শাক ধোয়ার জন্য যে জল ব্যবহার করা হয়, তা ছিটিয়ে দেওয়া হয় বাড়ির অন্ধকার কোণগুলোতে। দুপুরে ১৪ শাক ভাজা খেয়ে, সন্ধ্যায় ১৪ প্রদীপ জ্বালিয়ে, দরজায় ১৪ ফোঁটা দেওয়ার এই রেওয়াজ বহুদিনের।

গোবিন্দার গান নিয়ে পাগলপন্থী, তাল মিলিয়ে নাচলেন জন-ইলিয়েনা

পর পর বেশ কয়েকটা ছবিতে দেশ সেবার কাজে নিজেকে নিয়োগ করার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায় জনকে। এবার খানিকটা স্বাদ বদলের পালা। মজার ছলে হাসির ছবি নিয়ে দর্শকদের অন্য জন উপহার দিতে চলেছেন অভিনেতা।চলতি বছরেই শুরু হয়েছিল পাগলপন্থী ছবির কাজ। ছবিতে মুখ্যভুমিকায় দেখা যাবে জন আব্রহম ও ইলিয়েনাকে। সেই ছবিরই প্রথম লুক থেকে শুরু করে গান প্রকাশ্যে এল বৃহস্পতিবার। গান মুক্তির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল গোটা পাগলপন্থী ছবির গোটা টিম। মহাসমারহে ছবির ঘোষাণা করলেন ছবির পরিচালক। ছবি শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যাপশন দিলেন পাগলপন্থী শুরু।তবে ছবির মধ্যে সবথেকে বেশি চমকের যা ছিল তা হল গোবিন্দ অভিনীত ছবির গান তুম পার হাম হ্যায়। সেই গানেরই রিমেকের দেখা মিলবে এই ছবিতে। গানটি গেয়েছেন নেহা কক্কর ও মিক্কা সিং। গানটি সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তি পাওয়া মাত্রই মুহূর্তে ভাইরাল হয়। সেখানেই গরমমশালার চেনা জনকেই যেন দেখা গেল এক ঝলকে।

ত্বক ফর্সা করার চাবিকাঠি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শারীরিক অসুস্থতা, দীর্ঘসময় রান্নাঘরে কাজ করা ইত্যাদি নানান কারণে ত্বক হারিয়ে ফেলে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। হয়ে যায় কালচে ও বিবর্ণ।রং ফর্সাকারী ক্রিমের কদর তাই কমে না কখনোই। এসব রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে তৈরি প্রোডাক্টগুলো ত্বকের নানা ক্ষতি করে থাকে। আসুন জেনে নিই প্রাকৃতিক কিছু উপায়ে কীভাবে গায়েব কালো রংকে উজ্জ্বল করা যায়, কীভাবে ফর্সা হওয়া যায়।কলা ও দুধ একত্রে পেস্ট করে মুখে ও ঘাড়ে ১৫ মিনিট রেখেদিন। তারপরে পরিষ্কার ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। ত্বক মসৃন করতে কলার কোন জুড়ি নেই। বেসন, লেবুর রস ও কাঠবাদাম একসাথে পেস্ট করে ১০ মিনিট মুখে লাগিয়ে রাখুন। তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে ফেলুন। বেসন ও লেবুর রস মুখের মৃত কোষ, কালোদাগ দুর করতে সহায়তা করে। কাজু বাদাম ত্বকের আর্দতা ধরে রাখে। আলু বা টমেটো শুধু ভাল সবজীই নয় বরং এক একটা রং ফর্সাকারী এজেন্ট। আলু এবং টমেটো পেস্ট প্রতিদিন ব্যবহার করলে আপনি পাবেন দ্যুতিময় ত্বক। মসুরের ডাল, দুধ লেবুর রস এবং চালের গুড়া একসাথে পেস্ট করলেই হয়ে যাবে সুন্দর ও কার্যকরী স্ক্রাব। সপ্তাহে তিন দিন ব্যাবহার করুন। আপনার ত্বক হবে আরো পরিষ্কার। ডিমের সাদা অংশ ও মধু একসাথে মিশিয়ে ২০ মিনিট মুখে মেখে রাখুন। তার পরে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক উজ্জ্বল ও টান টান ভাব আনতে সাহায্য করবে এই ফরমুলা। এক চামচ চিনির সাথে দুই চামচ লেবুর রস মিশিয়ে আলতো ভাবে মুখে ডলতে থাকুন যতক্ষন পর্যন্ত চিনি পুরোপুরি গলে না যায়। এমনকি পুরো শরীরেও লাগাতে পারেন। শিশুদের মত কোমল ও মসৃন ত্বক পেতে দুই চামচ চিনির মধ্যে তিন চামচ বেবী ওয়েল দিয়ে পেস্ট বানিয়ে মুখে নিয়মিত ব্যবহার করুন। মুখে ব্রনের দাগ থাকলে কর্ণফ্লাওয়ার এবং শসার মিশ্রন তৈরী করে প্রতিদিন মাখতে থাকুন। দ্রুত ভাল ফল পাবেন। মধুর ঔষধি গুনের কথা কে না জানে। ত্বক উজ্জ্বল ও মসৃন করতেও মধু খুব কার্যকর। দই, মধু ও লেবুর রস একসাথে মিশিয়ে ২০ মিনিট ধরে মুখে লাগিয়ে রাখুন। এতকিছু হাতের কাছে না থাকলে শুধু মধুই ২০ মিনিট মুখে লাগিয়ে পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত করলে কিছুদিন পরেই দেখতে পাবেন আপনার ত্বক আগের থেকে অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে গেছে।

লাল আপেল নয় খান সবুজ আপেল

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ আপেলের গুণ অনেক। তবে লাল আপেলের চেয়ে সবুজ আপেলের গুণ বেশি। সবুজ আপেল লাল আপেলের মতো তেমন স্বাদযুক্ত না হলেও এই আপেলের রয়েছে অনেক উপকারিতা।১. আঁশঃসবুজ আপেলে রয়েছে আঁশ। আঁশ হজমে সাহায্য করে। এটি বাউয়েল মুভমেন্ট ঠিক রাখে, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে।২. হাড় শক্ত করেঃ সবুজ আপেলের মধ্যে রয়েছে আয়রন, কপার, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজম পটাশিয়াম ইত্যাদি। এই মিনারেলগুলো হাড়কে শক্ত রাখে।এটি থাইরয়েড গ্রন্থির সঠিক কার্যক্রমে সাহায্য করে।৩. কোলন ক্যানসার প্রতিরোধ করেঃসবুজ আপেলের আঁশ কোলন ক্যানসার প্রতিরোধে কাজ করে। ৪. বিপাক ক্ষমতা বাড়ায়ঃসবুজ আপেলের আঁশ হজম ভালো করে। বাউল মুভমেন্ট ভালো করে। এ জন্য এটি বিপাক ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।৫. রক্তের বাজে কোলেস্টেরল ৫কমায়ঃসবুজ আপেল রক্ত থেকে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়। ভালো কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ায়।. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়ঃসবুজ আপেলের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন ও মিনারেল। এগুলো বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। তাই সবুজ আপেলকে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখুন।৭. আলঝেইমার রোগ প্রতিরোধ করেঃসবজু আপেলে থাকা উপাদান মানসিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে। এটি প্রবীণ বয়সে আলঝেইমার রোগ প্রতিরোধে কাজ করে।৮. লিভার সুস্থ রাখেঃ বুজ আপেলের মধ্যে থাকা উপাদান লিভারকে ভালো রাখে। এটি বিভিন্ন ধরনের লিভারের সমস্যা প্রতিরোধ করে।

৮-র বদলে ''উজড়া চামান'' মুক্তি পাবে ১ নভেম্বর!

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ''উজড়া চামান'' এবং ''বালা''-র সংগ্রামটা বেড়েই চলেছে। বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে চিত্রনাট্য প্রায় সমস্ত কিছুই এক বলে অভিযোগ করেন ''উজড়া চামান''-এর পরিচালক অভিষেক পাঠাক। এরপর তিনি সুপ্রিমকোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ইতিমধ্যেই অভিষেক পিটিশনও জমা দিয়েছেন। তবে নতুন খবর হচ্ছে নির্মাতারা এবার ছবি মুক্তির তারিখ এগিয়ে দিয়েছেন। ৮ নভেম্বরের বদলে ছবি মুক্তি পাবে ১ নভেম্বর। পাশাপাশি ছবির নতুন ট্যাগলাইনে বলা হয়েছে, 'টাকলে কি পহেলি অর আসলি ফিল্ম হে''।সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির নতুন পোস্টার ভাইরাল হয়েছে। এবং পোস্টারে দেখা যাচ্ছে ছবির নায়িকা মানভি গাগরো এবং অভিনেতা সানি সিংকে। ছবিতে শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা যাবে সানিকে। চুল পড়ার সমস্যার একেবারে অসন্তুষ্ট সে। নিজের চুল এবং চার্মিং ফিরে পেতে নানা রকম পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ৮ নভেম্বর কিন্তু ''বালা''-র সঙ্গে বিষয়বস্তু এক হওয়ায় শুরু হয় দ্বন্দ্ব।এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন ''উজড়া চামান''-এর অভিনেতা সানি সিং। অভিনেতা বলেন, ''আমি সবকিছুই জানি। ''বালা'' এবং আমার ছবির মধ্যে এত মিল কী করে এল জানি না। তবে এই বিষয়টা সামনে আসাতেই একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে জেগেছিল, ''কী হচ্ছে এবং কেন?'' সে (আয়ুষ্মান) নিজের মতো করে অভিনয় করেছে এবং আমি আমার মতো করে করেছি। আমরা দুজনেই অভিনেতা এবং এটা আমাদের কাজ। আমি তাঁকে পছন্দ করি এবং তাঁর অভিনয়ের ভক্ত।

ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে গাড়ি, হঠাতই নেমে নাচতে শুরু করলেন রীতেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হঠাতই গাড়ি থেকে নেমে মাঝ রাস্তার মধ্যেই নাচতে শুরু করলেন অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ।বুঝুন তো কাণ্ড! এক ঝটকায় যে কেউ দেখলে ঘাবড়ে যাবেন। ভাববেন, এমন পাগলামোর কারণ টা কী?আসলে সবটাই হচ্ছে ''হাউসফুল-৪''এর প্রমোশনের দৌলতে। হাউসফুল-৪ এর ''বালা, শয়তান কা শালা'' গানের লাইন ধরেই এমন কাণ্ড করতে দেখা গেছে রীতেশ দেশমুখকে। মুম্বইয়ের রাস্তায় সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গেই যাচ্ছিলেন রীতেশ। সিগন্যালে গাড়ি দাঁড়াতেই হঠাত গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে নাচতে শুরু করে দেন অভিনেতা।

নিজেই দেখে নিন রীতেশের কাণ্ড...বে শুধু রীতেশই নন, অক্ষয় কুমার, ববি দেওল, কৃতি শ্যানন, কৃতি খরবন্দা, পূজা হেগড় সহ হাউসফুল ৪ এর সমস্ত তারকাই এখন ছবির প্রমোশনে ব্যস্ত।কখনও বিমানে উঠে, কখনও আবার মেট্রোতে উঠে ''বালা, শয়তান কা শালা'' গান ধরে ছবির প্রমোশন করতে দেখা যাচ্ছে তারকাদের।২৫ অক্টোবর, দীপাবলিতে মুক্তি পাচ্ছে হাউসফুল ৪। ছবিটি একটি মাল্টি স্টারের কমেডি ছবি। ১৪১৯ থেকে ২০১৯, ৬০০ বছরের টাইম স্প্যানে দেখা যাবে এই হাউসফুল ৪ ছবিটি।

দাবাং ৩ তে অভিষেক ঘটছে সাইয়ের!

এএনএম নিউজ ডেস্ক: ছবিটা দেখলে অবাক হতেই হয়। সলমনের বন্ধুর ছোট মেয়ে, যাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন সলমন, সে-ই কিনা এ বার সলমন খানের বিপরীতে অভিনয় করবেন!সামনেই মুক্তি পেতে চলেছে দাবাং ৩। ফিল্মের কাজ প্রায় শেষ। তবে এ বার শুধু সোনাক্ষী সিন্হা নয়, এই মেয়েটিকেও দেখা যাবে সলমনের বিপরীতে।এই নতুন নায়িকার নাম সাই মঞ্জরেকর। পরিচালক ও অভিনেতা মহেশ মঞ্জরেকরের ছোট মেয়ে। দবং ৩-তেই ডেবিউ করবেন সাই।

ওড়নায় বাঁধা প্রাইস ট্যাগঃ ট্রোলের মুখে জাহ্নবী

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ শরীরচর্চার জন্য জিম বা পিলাটিস ক্লাসে যাওয়ার পথে জাহ্নবীর ছবি প্রায়ই শেয়ার করা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেতাদুরস্ত স্টাইলের জন্য জাহ্নবী যেমন প্রশংসিত হন, ঠিক তেমনই ট্রোলড-ও হয়েছেন বহু বার। এ বার আরও এক বার ট্রোলিং-তালিকায় নাম উঠল শ্রীদেবী-কন্যার।উজ্জ্বল হলুদ সালোয়ার-কামিজ-ওড়নায় সেজে থাকা জাহ্নবী সম্প্রতি ক্যামেরাবন্দী হন। আর তখনই দেখা যায় যে জাহ্নবীর ওড়না থেকে ঝুলছে প্রাইস ট্যাগ! এই ছবি আর ভিডিয়ো শেয়ার হতে না হতেই নেটিজেনদের মধ্যে হাসির রোল ওঠে। ওড়নার প্রান্ত থেকে ঝুলে থাকা দামের চিরকুট নজর এড়ায়নি নেটিজেনদের।

সুখবর দিলেন বলিউডের বাঙালি-কন্যা বিপাশা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিপাশা বসু কি অন্তঃসত্ত্বা? এমনই গুঞ্জন শুরু হয়েছে বলিউডের আনাচে কানাচে। বলিউড অভিনেত্রীর ছবি দেখে, সোশ্যাল সাইটে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি বিপাশা বসু।বুধবার প্রযোজক রমেশ তুরানির দীপাবলি পার্টিতে হাজির হন বলিউডের একঝাঁক তারকা। সেই তালিকায় ছিলেন বিপাশা বসু এবং করণ সিং গ্রোভারও।স্টেল সবুজ রঙা লেহেঙা পরে রমেশ তুরানির দীপাবলি পার্টিতে হাজির হন বিপাশা বসু। লেহেঙার সঙ্গে মানানসই গয়নায় সেজে হাজির হন বিপাশা। বিপাশার সেই ছবি দেখেই তাঁর ভক্তদের মধ্যে জোর জল্পনা শুরু হয়ে যায়। বিপাশা কি অন্তঃসত্ত্বা, এমন প্রশ্নই করতে শুরু করেন তাঁর ভক্তরা। তবে অনেকে দাবি করতে শুরু করেন, এবার মা হতে চলেছেন বলিউডের বাঙালি-কন্যা।এদিকে কসৌটি জিন্দগি কি-র পার্ট টু-এ মিস্টার বাজাজ-এর চরিত্র থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন করণ সিং গ্রোভার। তবে কী কারণে জনপ্রিয় ওই মেগা থেকে সরে দাঁড়ালেন করণ, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি স্পষ্ট করে।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা রিক্সা শ্রমিক সংঘ প্রদেশ এর উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

আনন্দের দিনের মাঝে শহীদদের কথা স্মরণ রাখার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : নিজেদের আনন্দের দিনের মাঝে শহীদদের কথা স্মরণ রাখার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঊ দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে দলের কার্যকর্তাদের সঙ্গে কাশিতে মুখোমুখি প্রশ্নোত্তর পর্বে এই কথা বলেন তিনিঊ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সীমান্ত রক্ষার জন্য বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, দেশসেবার প্রতি নিঃস্বার্থ, সীমান্ত রক্ষা এবং ত্যাগের স্মরণ করেন তিনিঊ তিনি আরও বলেন, দীপাবলিসহ বিভিন্ন উৎসবের আনন্দ করার সময় আমরা যেন এই বীর জওয়ান শহীদদের মনে রাখিঊ যারা আমাদের জন্য বেঁচে থেকে লড়াই করেনঊ এদের মধ্যে কেউ সীমান্ত রক্ষা করেন, কেউবা দেশের অভ্যন্তরে রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকেনঊ আমাদের জন্য তাঁরা দিনরাত এক করে নিজেদের সমর্পন করেছেন এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দিয়ে এবং নিজের জীবনকে বাজি রেখে দেশ রক্ষার কাজে করেনঊ প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজের সংসদীয় কেন্দ্রের পাঁচটি বিধানসভার কার্যকর্তাদের দীপাবলী উৎসব সংবাদ অনুষ্ঠানে মাধ্যম দিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বার্তা তিনি পৌঁছে দেনঊ তিনি এনডিআরএফ কর্মীদের কাজ উল্লেখ করে বলেন, দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এই দপতরের বিভিন্ন জায়গায় সময়ের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং উদ্ধার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে থাকেনঊ প্রধানমন্ত্রী এই সংবাদের মধ্যে দিয়ে জক্ষিণী গ্রামের জনসংঘের কার্যকর্তা কামেশ্বর নারায়ন নারায়ন সিং মৃত্যুর শোক জ্ঞাপন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানঊ প্রধানমন্ত্রী কুঁয়োর সিংয়ের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানঊ তিনি বলেন, উন্নয়নের অনেক যোজনা আজ বাস্তবায়িত পথে ঊ কাশিতে পরিবর্তনের হাওয়া চলছে ঊ তিনি বলেন, বিজেপি অনেক কার্যকর তারা দেশের এই উন্নয়নের যোজনাগুলি বারাণসি মাটিতে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন ঊ এটা খুব সন্তোষজনক এবং গর্বের বিষয় ঊ তিনি আরও বলেন, এই পরিবর্তনের দেশ-বিদেশের প্রশংসা পাওয়া গেছে ঊ তিনি বলেন, কাশিতে মহামনা ক্যান্সার এবং হোমি ভাবা ক্যান্সার হাসপাতাল বারাণসী নয় এবং অন্য রাজ্যের রোগীদেরও এখানে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে ঊ এই সংবাদে সূচনা হয় কেন্ট বিধানসভা থেকে ঊ এখানে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী সংবাদ কার্যক্রম প্রথম শুরু হয় ঊ এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এখানকার বিধায়ক সৌরভ শ্রীবাস্তব এবং দলের কার্যকর্তা অখিলেশ পাঠকের সঙ্গে তিনি বার্তালাপও করেন ঊ বিধায়ক প্রধানমন্ত্রীকে দীপাবলি জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে এবং জনকল্যাণ কার্যগুলি সঙ্গে ভারতের পরিচিত করানোর জন্য দীপাবলীতে কাশিতে আসার আমন্ত্রণ জানান ঊ দীপাবলীতে কাশিতে আসার আমন্ত্রণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিধায়ককে তিনি বলেন, কাশির গলিতে নিজেদের আনন্দ উৎসব রয়েছে নিজেদের পূজা জন্য আশা পাশাপাশি দর্শন এবং এগুলি পরিষ্কার রাখার জন্য ভিডিও শেয়ার করেন ঊ প্রধানমন্ত্রী কাশী বিশ্বনাথ ধাম এর জন্য ৩০০ পরিবারের স্নানাগার সহ থাকার জায়গার ব্যবস্থা করেছেন ঊ তিনি বলেন, চল্লিশ হাজার বর্গমিটার সহ এই নির্মাণ কাজে সেবক দেব সহযোগিতা উল্লেখনীয় ঊ তিনি আরও বলেন, মন্দির শুধুমাত্র ভগবানের পূজার জন্য নয় বরং আমাদের রাস্তার একটি কেন্দ্র আমাদের ভক্তিভাবকে কেন্দ্র হচ্ছে মন্দির ঊ প্রধানমন্ত্রী উত্তর বিধানসভার বলেন, নিজেরা একসাথে মিলে পৌঁছে দিতে হবেঊ প্রধানমন্ত্রী বিধায়ক তথা রাজ্য মন্ত্রী রবীন্দ্র জয়সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রীকে বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও এই অভিযানের সংযুক্ত থাকা কার্যকর্তা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করে বলেন, আপনার নেতৃত্বে পার্টি বড় জায়গা তৈরি করতে পেরেছেঊ প্রধানমন্ত্রী উত্তরে বলেন, কেন্দ্র সরকার এর যে সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা যোজনা রয়েছে ওই গুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে উৎসাহিত করতে হবেঊ আমাদের ঠিক করতে হবে যে প্রতিদিন পাঁচ পরিবার একসাথে হয়ে সরকারি যোজনা সম্পর্কে বার্তা পৌঁছে দিতে হবেঊ পাশাপাশি এটাও তৈরি করতে হবে যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যে সমস্ত যোজনা লাভ সমাজ-এর প্রান্তিক শ্রেণীর মধ্যে যাতে পৌঁছে যায়ঊ তার জন্য যথোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

রাতাবাড়ি উপনির্বাচনে বিজয়ের জয় নিয়ে দলের কে কী বললেন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : সাংসদ কৃপানাথ মালাহ বলেছেন বিজয় মালাকারের জয় ছিল অবধারিত। অপেক্ষা ছিল শুধু সরকারি ঘোষণার। বিজেপির প্রতি রাতাবাড়িবাসীর নাড়ির সম্পর্ক পুনরায় প্রমাণিত হল উপনির্বাচনের প্রত্যাশিত ফলাফলের মাধ্যমে। দলীয় প্রার্থীর জয়ে রাতাবাড়ি এলাকার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সাংসদ বলেন, কংগ্রেসের জঘন্য রাজনীতির উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন রাতাবাড়ির সচেতন জনগণ। জাতিগত, সম্প্রদায়িক কার্ড খেলেও লাভবান হতে পারেনি কংগ্রেস। নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নের কাজের ধারা অব্যাহত রাখতে বিজয়কে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন কৃপানাথ। আগামী ১৫ মাসে অনেক প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। আমরা রাম-লক্ষণের জুটি সম্মিলিত ভাবে রাতাবাড়ির উন্নয়ন এগিয়ে নিয়ে যাব।

পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, বিজয়ের এই জয় রাতাবাড়ির সর্বস্তরের নাগরিকের জয়। এই জয় সকল স্তরের নেতা কার্যকর্তাদের জয়, এ জয় বিজেপি-র জয়। বিজেপি দলের প্রতি অভূতপূর্ব সমর্থন জানানোর জন্য এলাকার প্রত্যেক ভোটারকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু। অনেক অপপ্রচার ও প্রলোভনের শিকার হয়েও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি সমর্থনে অবিচল থাকার জন্য রাতাবাড়িবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন বিধায়ক পাল। দলের হাইকমান্ড যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছিল তা পালন করতে রাতাবাড়ির সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে দলীয় নেতা, কার্যকর্তা, সমর্থকরা যেভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দিন-রাত এক করে প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করেছেন তাঁর জন্য বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

বিজেপির করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, অনেক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন কংগ্রেসর নেতা বিধায়ক তথা কর্মীকারা। কিন্তু রাতাবাড়ির মানুষ তাঁদের সব মিথ্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন ভোটের মাধ্যমে। সুব্রত বলেন, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ গত লোকসভা নির্বাচনে হিন্দিভাষী প্রার্থী দেওয়ায় বিজেপি-র বিরুদ্ধে বাঙালি এলাকায় গিয়ে অপপ্রচার চলিয়েছিলেন। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দির নাগরিকরা কংগ্রেসকে জাতিগত ইস্যুতে উল্টো জবাব দিয়ে বিজেপি প্রার্থীর জয় নিশ্চিত করেছিলেন। ঠিক তদ্রূপ এবারও রাতাবাড়ি উপনির্বাচনে বাঙালি প্রার্থী দেওয়ার ফলে বাগান এলাকায় গিয়ে বাঙালি প্রার্থী বলে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছিলেন কমলাক্ষ। কিন্তু জনগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন, এখন জাতপাতের রাজনীতির দিন শেষ। সুব্রতবাবু বলেন, মানুষ বিজেপি প্রার্থীকে দলমত জাতপাতের ঊর্ধে ওঠে ভোট দিয়েছেন। এর জন্য করিমগঞ্জ জেলার সকল নেতা ও কার্যকর্তাদের পক্ষ থেকে রাতাবাড়ির জনগণের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নবনির্বাচিত বিজয় মালাকার বলেন, রাজ্য সরকারের দেড় বছরের সময়কালের মধ্যে রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন করাই হবে আমার প্রাথমিক কাজ। এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের আশীর্বাদেই দল এই সাফল্য পেয়েছে। দলের এক সাধারণ কর্মী হিসাবে আমি জনগণের সেবা করে যেতে চাই। এই জয় রাতাবাড়িবাসীর জয় বলে উল্লেখ করেন বিধায়ক বিজয় মালাকার। আগামী দেড় বছর রাতাবাড়ির উন্নয়নের জন্য দলের সর্বস্তরের কর্মী-সমর্থক এবং নির্বাচন এলাকার সকল জনগণের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন বিজয় মালাকার। বিজয় আরও বলেন, দল আমাকে বিশ্বাস করে প্রার্থী করেছিল। কিন্তু বিরোধীরা লোকাল-চালানি প্রসঙ্গ এনে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু উল্টো জাত-পাত, লোকাল-চালানি এ-সবে কান দেননি ভোটাররা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে উন্নয়নের স্বার্থে ভোট দিয়েছেন জনতা। ঘরের ছেলে ভেবে আমাকে বিধায়ক নির্বাচিত করায় রাতাবাড়ির সর্বস্তরের নাগরিকদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকার কথা স্বীকার করেন বিজয় মালাকার।

প্রদেশ বিজেপি-র উপ-সভাপতি বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, দলীয় প্রার্থীকে বিশাল ভোটের ব্যবধানে জয়ী করানোর জন্য রাতাবাড়িবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, বিগত ১৫ বছরে রাতাবাড়িতে যে উন্নয়ন হয়নি, বিজেপি শাসনকালের সাড়ে তিন বছরে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। তবে এলাকার প্রধান প্রধান সড়কের সঙ্গে গ্রামীণ পথের উন্নয়নধারা বিজয়ের হাত ধরে এগিয়ে যাবে। বিশেষ করে সব থেকে পশ্চাদপদ রাতাবাড়ির শনবিল এলাকার সড়ক যাগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই হবে বিজয়ের প্রধান কাজ। আর বাগান এলাকার ছোট ছোট রাস্তার জন্য মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ঘোষিত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করাই হবে নবনির্বাচিত বিধায়ক বিজয় মালাকারের প্রাথমিক কাজ।

হরিয়ানা এগিয়ে হেভিওয়েট প্রার্থীরা

চণ্ডীগড়, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনায় এখনও পর্যন্ত যা ট্রেন্ড তাতে এগিয়ে রয়েছে হেভিওয়েট প্রার্থীরা। এবার রাজ্যে বিজেপির হয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন একাধিক ক্রীড়াবিদ। তাঁদের অন্যতম অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগীর যোগেশ্বর দত্ত। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে রাজ্যের বরোডা কেন্দ্রের প্রার্থী যোগেশ্বর ৪৩০ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। মহিলা কুস্তিগীর ববিতা ফোগট দাদরি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন। ১৬০৬ ভোটে পেহোওয়া কেন্দ্রে এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী তথা ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সন্দীপ সিং। কার্নাল কেন্দ্রে তিন রাউন্ড গণনার পর ১৪০৩০ ভোটে এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। পঞ্চম রাউন্ডের গণনার পর কৈথাল কেন্দ্রে এগিয়ে কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। জননায়ক জনতা পার্টির নেতা দুষ্মন্ত চৌটালা উচানা কালান কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, হরিয়ানায় পরিবর্তন হবে। ৭৫ পার করার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে বিজেপির। এখনও পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে ২৯টি আসনে এগিয়ে বিজেপি। এনসিপি ২১, জননায়ক জনতা পার্টি ১০, অন্যান্য ৯।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৯০ আসন বিশিষ্ট হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনে এবার নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও কংগ্রেসের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।নির্বাচনে এবারও জাট অধ্যুষিত অঞ্চলে জননায়ক জনতা পার্টি(জেজেপি)-র পক্ষ থেকে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোক দল আলাদাভাবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে।

মহারাষ্ট্রে ৯৯টি আসনে এগিয়ে বিজেপি, শিবসেনা ৬০টিতে

মুম্বই, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি-শিবসেনা জোট। এখনও পর্যন্ত গণনার যা ট্রেন্ড তাতে ৯৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। শিবসেনা ৬০ আসনে এগিয়ে। অন্যদিকে শরদ পাওয়ারের এনসিপি ৪৮টি এবং কংগ্রেস ৪০টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনার পর নাগপুর দক্ষিণ-পশ্চিম কেন্দ্রে এগিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। সোলাপুর সেন্ট্রালের প্রার্থী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডের মেয়ে পরিণীতি শিন্ডে পিছিয়ে রয়েছে। বিজেপির কোলাবা কেন্দ্রের প্রার্থী রাহুল নারভেকর জানিয়েছেন বিজেপি-শিবসেনা যৌথ ভাবে ২২০টিরও বেশি আসনে জয়ী হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগণনা। কঠোর নিরাপত্তা মধ্যে দিয়ে চলছে গণনা। গত ২১ অক্টোবর বিধানসভা নির্বাচন হয় মহারাষ্ট্রে। ২৮৮টি আসনের জন্য এদিন ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৩২৩৭ প্রার্থীর। ৯৬,৬৬১ বুথে হয়েছে ভোটগ্রহণ। এদিন গণনা শুরু হওয়ার আগেই রাজ্য বিজেপির প্রধান কার্যালয়কে ফুল দিয়ে সাজানো হয়। প্রতিটি কার্যালয়ে মজুত করে রাখা হয়েছে লাড্ডু।

অসম বিধানসভা উপনির্বাচন : চারের তিনে নিশ্চিত জয়ের পথে বিজেপি, এক আসনে এআইইউডিফ এগিয়ে

গুয়াহাটি, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : অসমের চার আসন যথাক্রমে ১ নম্বর রাতাবাড়ি, ১০৬ নম্বর সোনারি, ৪৪ নম্বর জনিয়া এবং ৭৪ নম্বর রাঙাপাড়ায় অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে এখন পর্যন্ত তিন আসনে নিশ্চিত জয়ের পথে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। জনিয়ায় সপ্তম রাউন্ড ভোট গণনার পর এআইইউডিএফ প্রার্থী কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই আসনে প্রথামবারের মতো প্রার্থী দিয়েছিল বিজেপি। প্রথম এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে বিজেপির তৌফিকুর রহমান এগিয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় রাউন্ডের পর থেকে তৃতীয় স্থান থেকে টপকে একেবারে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসে গেছেন এআইইউডিফ-এর হাফিজ রফিকুল ইসলাম। জনিয়ায় গতবার কংগ্রেসের আব্দুল খালেক প্রায় ৯১ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। এদিকে, কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে চার আসনের জেলা সদরে শুরু হয়েছে ভোটগণনা।

এই খবর লেখা পর্যন্ত রাতাবাড়িতে দশম রাউন্ড গণনার পর বিজেপি প্রার্থী বিজয় মালাকার ৮,৯৫৮ ভোটে এগিয়ে গেছেন। বিজয় পেয়েছেন ৩৫,৪৮৩ এবং তাঁর নিকটতম কংগ্রেস প্রার্থী কেশবপ্রসাদ রজক ২৬,৫২৫টি ভোট পেয়েছেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। এভাবে সোনারিতে বিজেপি প্রার্থী নবনীতা সন্দিকৈ চার রাউন্ডের পর ৫,৪৭০ এবং তাঁর নিকটতম কংগ্রেস প্রার্থী সুশীল সুরি ৪, ১৮০, জনিয়ায় সপ্তম রাউন্ডের পর এআইইউডিফ-এর হাফিজ রফিকুল ইসলাম ১৭,৭২৮ ও কংগ্রেসের সামসুল হক ১১,৩২০ এবং রাঙাপাড়ায় অষ্টম রাউন্ডের পর বিজেপি-র রাজেন বরঠাকুর ২৭, ৮১৫ ভেটে এগিয়ে ও কংগ্রেসের কার্তিক কুর্মি ৩,৫৬৬টি ভোটে সীমাবদ্ধ রয়েছেন।

প্রসঙ্গত রাতাবাড়িতে চার প্রার্থী যথাক্রমে বিজেপি-র বিজয় মালাকার, কংগ্রেসের কেশবপ্রসাদ রজক, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর বীরেন্দ্র রবিদাস এবং নির্দল পরীক্ষিত রায়। এভাবে রাঙাপাড়ায় পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাঁরা বিজেপি-র রাজেন বরঠাকুর, কংগ্রেসের কার্তিক কুর্মি, সিপিআইএম-এর রয়েল সোরেন, এসইউসিআই (ক)-এর সঞ্জিত রাজবংশী এবং ভারতীয় গণ পরিষদের অরূপ কুমার চৌধুরী। সোনারিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন বিবদমান দুই দলের দুই প্রার্থী। তাঁরা বিজেপির নবনীতা সন্দিকৈ এবং কংগ্রেসে সুশীল সুরি। বরপেটা জেলার জনিয়ায় সর্বাধিক নয়জন প্রার্থী নির্বাচনে ভোট ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা বিজেপি-র তৌফিকুর রহমান, কংগ্রেসের সামসুল হক, এআইইউডিএফ-এর হাফিজ রফিকুল ইসলাম, এনপিপি-র চান্দ মহম্মদ, আপ-এর ফারুক খান, সিপিআইএম-এর রোস্তম আলি, দুই নির্দলীয় আব্দুল জলিল তালুকদার ও সুভাষ সূত্রধর এবং ডেমোকর্যাটিক পার্টি অব ইন্ডিয়ার রফিকুল ইসলাম।

রাজ্যের চার আসনে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিভিন্ন দলের মোট ২০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উল্লেখ্য, চার বিধায়ক যথাক্রমে রাতাবাড়ির কৃপানাথ মালাহ (বিধানসভার উপাধ্যক্ষ), রাঙাপাড়ার পল্লবলোচন দাস (মন্ত্রী), সোনারির তপন গগৈ (মন্ত্রী) এবং জনিয়ার আব্দুল খালেক (কংগ্রেস) লোকসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় ওই চার আসন শূন্য হয়ে যাওয়ায় গত ২১ অক্টোবর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশজুড়ে ৫১টি বিধানসভা উপনির্বাচনেও ভাল ফল বিরোধীদের, অপ্রত্যাশিত ফল বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার ১৮টি রাজ্যের ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে জোর টক্কর দিয়েছে বিরোধীরা। বেশ কয়েকটি রাজ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে আসন বাড়িয়েছে কংগ্রেস। প্রত্যাশিত ফলাফল করতে পারেনি গেরুয়া শিবির। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাটের ৬টি আসনে উপনির্বাচনের মধ্যে ৩টি আসনে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। অপর ৩টি আসনে এগিয়ে বিজেপি। উপনির্বাচনের আগে এই ৬ আসনের মধ্যে ৪টি আসনই ছিল গেরুয়া শিবিরের দখলে। অর্থাৎ কংগ্রেস ১টি অতিরিক্ত আসন পাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের ১১টি আসনের ১১টিতেই জয়ের লক্ষ্যমাত্র রেখেছিল বিজেপি। কিন্তু, এই মুহূর্তে বিরোধীরা এগিয়ে আছে ৩টি আসনে। সমাজবাদী পার্টি ২টি, বহুজন সমাজ পার্টি ১টি আসনে এগিয়ে আছে। অন্যদিকে, বিজেপির ভোট শতাংশও অনেকটা কমেছে। হিমাচলপ্রদেশে বিধানসভা উপনির্বাচনে ধর্মশালা কেন্দ্রটি নিজেদের দখলেই রাখল রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। এই কেন্দ্র থেকে ৬৬৭৩ ভোটে জয়লাভ করেছেন বিজেপি প্রার্থী বিশাল নেহারিয়া। দলের দুর্দশা বাড়িয়ে তিন নম্বর স্থানে নেমে গিয়েছে কংগ্রেস। শতাব্দী প্রাচীন দলটির প্রার্থী বিজয় ইন্দ্র কর্ণ পেয়েছেন মাত্র ৮১৯৮ ভোট, নির্দল প্রার্থী রাকেশ চৌধুরীর ঝুলিতে গিয়েছে ১৬৭২৪ ভোট। মধ্যপ্রদেশে ১টি আসনে উপনির্বাচন ছিল। তা ধরে রেখেছে কংগ্রেস। এই আসনে পরাজিত হলে কংগ্রেসের সরকার টিকে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত। কিন্তু, তা কংগ্রেস ধরে রাখল। রাজস্থানের একটি আসনেও বড় ব্যবধানে জিতেছে হাত শিবির। ছত্তিশগড়ের এক আসনেও জয় কংগ্রেসের। পঞ্জাবের ৪ আসনের উপনির্বাচনের মধ্যে কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে ৩টি। আকালি দলের দখলে গিয়েছে একটি। বিহারেও খারাপ ফল বিজেপি জোটের। মোট পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে তিনটি আসনে এগিয়ে কংগ্রেস-আরজেডি জোট। একটি আসনে জয়ী আসাদুদ্দিন ওয়েসির এআইএমআইএম। অপর আসনটি নির্দলের দখলে। সমস্তিপুর লোকসভা সিটে, লোক জনশক্তি পার্টি স্বমহিমায় নিজেদের জায়গা সুরক্ষিত করেছে যা সাংসদ রাম চন্দ্র পাশোয়ানের মৃত্যুর জন্য ফাঁকা ছিল। ছেলে প্রিন্স রাজ কংগ্রেসের অশোক কুমারের থেকে ৮০ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকে সমস্তিপুর লোকসভা আসনে। আবার কিষাণগঞ্জে বিজেপির অবস্থা বেশ খারাপ। এআইএমআইএম সেখানে বেশ এগিয়ে। এইবার বিধানসভা নির্বাচনে এই দল বেশ অনেকটা শক্তি বাড়িয়েছে। তাঁরাই যে এইবার তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে তা নিয়েও কোন সন্দেহ নেই। আবার সিমরি বক্তিয়ারপুরে এগিয়ে রয়েছেন জেডিউ প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল। এর আগে এই আসনটি জেডিউ-র দখলেই ছিল। নাথনগর কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন আরজেডি প্রার্থী জাফর আলম। এই আসনে জেডিউ প্রার্থী অরুণ কুমারের সঙ্গে তাঁর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। এর আগে এই আসনটি জেডিউ-র দখলেই ছিল। বেলহার কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন আরজেডি প্রার্থী রামদেও যাদব। এর আগে এই আসনটি জেডিউ-র দখলেই ছিল। দারাউন্দা বিধানসভা আসনে এগিয়ে রয়েছেন নির্দল প্রার্থী করণজিৎ সিং। এর আগে এই আসনটি দখলে ছিল জেডিউ-র। কেরলের পাঁচ আসনে শূন্য বিজেপি। সিপিএম এবং কংগ্রেস কেরালায় ২টি করে আসনে জয়ী হল। একটি আসন পেল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল)। উল্লেখ্য, গত নির্বাচনে কংগ্রেসের দখলে থাকা কোনি, ভাত্তিয়ুরকাভু বিধানসভায় জয়লাভ করে সিপিএম। অন্য দিকে আরুর, এর্নাকুলাম দখল নিয়েছে কংগ্রেস। ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ নিজেদের পুরনো মঞ্জেশ্বর আসনটি দখলেই রেখেছে। ভোট শতাংশের নিরিখেও সবার আগে রয়েছে সিপিএম। ৩২ শতাংশ ভোট মিলেছে লালদের। কংগ্রেস ২৮ শতাংশ এবং বিজেপি ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এদিকে পুদুচেরির একটি আসনে এগিয়ে কংগ্রেস। আর তামিলনাড়ুর দুই আসনের উপনির্বাচনে এগিয়ে এআইএডিএমকে। তেলেঙ্গানায় একটি আসনে এগিয়ে শাসক টিআরএস। ওড়িশার একটি আসনে উপনির্বাচন ছিল সেটিও জিতে নিয়েছে বিজু জনতা দল। অসমের চার আসনের মধ্যে ৩টি আসন থাকছে বিজেপি দখলে। একটি আসন যাচ্ছে বিরোধী এআইইউডিএফের দখলে। একটি আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে কংগ্রেস-বিজেপির। গেরুয়া শিবিরের জন্য ভাল খবর আছে সিকিম থেকে। সিকিমের ৩ আসনেই জিতেছে বিজেপি জোট। অরুণাচলের এক আসনে এগিয়ে নির্দল। হিমাচলের দুই আসনেই জিতেছে গেরুয়া শিবির। উল্লেখ্য, গত ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ১৮টি রাজ্যের ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হয় ঊ এদিন ভোটগ্রহণ হয় কর্ণাটকের, উত্তরপ্রদেশ, বিহার গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, অসম, কেরল, মেঘালয়, ওড়িশা, পুডুচেরি, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড়, অরুণাচল প্রদেশ এবং হিমাচলপ্রদেশে বিধানসভা আসনে ঊ আজ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী অরুনাচল প্রদেশে ভোট পড়েছে হার ৯০.৭৪ শতাংশ, অসমে ৭৪.১৪ শতাংশ বিহারে ৪৯.৫০ শতাংশ, গুজরাটে ৫০.৩৫ শতাংশ হিমাচল প্রদেশে ৬৭.৯৭ শতাংশ, কেরলে ৬৪.৯৯ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৫৬.৬২ শতাংশ, মেঘালয়ে ৭৯.৮৩ শতাংশ, ওড়িশায় ৭২ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৬০.৫৯ শতাংশ রাজস্থানে ৬৪.২৫ শতাংশ, সিকিমে ৬৯.৫৫ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৬৮.৮৭ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৪৫.০৪ শতাংশ, ছত্তিসগড়ে ৭৪.৩৯ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ৮২.২৩ শতাংশ এবং পুডুচেরীতে ভোট পড়েছে ৬৬.৯৫ শতাংশ

পোলিও দিবসে জনসচেতনতা মূলক ট্যুইট মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : বিশ্ব পোলিও দিবস উপলক্ষ্যে জনসচেতনতা মূলক ট্যুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে পোলিওর টিকাকরণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার নিজের ট্যুইটবার্তায় তিনি লিখেছেন, আজ আন্তর্জাতিক পোলিও দিবস। সময় মত পোলিওর টিকাকরণ করালে একটি শিশুর জীবন সুরক্ষিত হতে পারে। পোলিও নির্মূল না হওয়া অবধি সকল বাচ্চার টিকাকরণ যাতে হয়, তার জন্য আমাদের সকলকে কাজ করে যেতে হবে। গত আট বছরে বাংলায় ১০০ শতাংশ টীকাকরণ সম্পন্ন করেছে রাজ্য সরকার।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২৪ অক্টোবর হচ্ছে বিশ্ব পোলিও দিবস। গত এক দশক ধরে এদিনই আয়োজিত হয়ে চলেছে আন্তর্জাতিক পোলিও দিবস। সারা পৃথিবীতেই এখন পোলিও রোগের সংখ্যা কমেছে। কিন্তু বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা কমাতে নয়, রোগের একেবারে নির্মূলে বিশ্বাসী। ২০১৫ সালের ১৪ অক্টোবরের রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী এখনও গোটা বিশ্বে ২৪৩ টি পোলিও রোগ ধরা পড়েছে। এর সবকটিই ধরা পড়েছে নাইজিরিয়া, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে। বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা তাই এই তিন দেশে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে।

হৃদয় লেখো নামের গায়ককে স্মরণ মমতার

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : প্রয়াত কিংবদন্তি গায়ক মান্না দের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ট্যুইটবার্তায় কিংবদন্তি শিল্পীকে স্মরণ করে তিনি লিখেছেন, প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতশিল্পী মান্না দের মৃত্যুবার্ষিকীতে জানাই প্রণাম।

বৃহস্পতিবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

উপনির্বাচন

● প্রথম পাতার পর

আসনে। সমাজবাদী পার্টি ২টি, বহুজন সমাজ পার্টি ১টি আসনে এগিয়ে আছে। অন্যদিকে, বিজেপির ভোট শতাংশও অনেকটা কমেছে। হিমাচলপ্রদেশে বিধানসভা উপনির্বাচনে ধর্মশালা কেন্দ্রটি নিজেদের দখলেই রাখল রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। এই কেন্দ্র থেকে ৬৬৭৩ ভোটে জয়লাভ করেছেন বিজেপি প্রার্থী বিশাল নেহারিয়া। দলের দুর্দশা বাড়িয়ে তিন নম্বর স্থানে নেমে গিয়েছে কংগ্রেস।

শতাব্দী প্রাচীন দলটির প্রার্থী বিজয় ইন্দ্র কর্ণ পেয়েছেন মাত্র ৮১৯৮ ভোট, নির্দল প্রার্থী রাকেশ চৌধুরীর ঝুলিতে গিয়েছে ১৬৭২৪ ভোট। মধ্যপ্রদেশে ১টি আসনে উপনির্বাচন ছিল। তা ধরে রেখেছে কংগ্রেস। এই আসনে পরাজিত হলে কংগ্রেসের সরকার টিকে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত। কিন্তু, তা কংগ্রেস ধরে রাখল। রাজস্থানের একটি আসনেও বড় ব্যবধানে জিতেছে হাত শিবির। ছত্তিশগড়ের এক আসনেও জয় কংগ্রেসের। পঞ্জাবের ৪ আসনের উপনির্বাচনের মধ্যে কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে ৩টি। আকালি দলের দখলে গিয়েছে একটি। বিহারেও খারাপ ফল বিজেপি জোটের। মোট পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে তিনটি আসনে এগিয়ে কংগ্রেস-আরজেডি জোট। একটি আসনে জয়ী আসাদুদ্দিন ওয়েসির এআইএমআইএম। অপর আসনটি নির্দলের দখলে।

সমস্তিপুর লোকসভা সিটে, লোক জনশক্তি পার্টি স্বমহিমায় নিজেদের জায়গা সুরক্ষিত করেছে যা সাংসদ রাম চন্দ্র পাশোয়ানের মৃত্যুর জন্য ফাঁকা ছিল। ছেলে প্রিন্স রাজ কংগ্রেসের অশোক কুমারের থেকে ৮০ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকে সমস্তিপুর লোকসভা আসনে। আবার কিষাণগঞ্জে বিজেপির অবস্থা বেশ খারাপ। এআইএমআইএম সেখানে বেশ এগিয়ে। এইবার বিধানসভা নির্বাচনে এই দল বেশ অনেকটা শক্তি বাড়িয়েছে। তাঁরাই যে এইবার তাঁদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে তা নিয়েও কোন সন্দেহ নেই। আবার সিমরি বক্তিয়ারপুরে এগিয়ে রয়েছেন জেডিউ প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল। এর আগে এই আসনটি জেডিউ-র দখলেই ছিল। নাথনগর কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন আরজেডি প্রার্থী জাফর আলম। এই আসনে জেডিউ প্রার্থী অরুণ কুমারের সঙ্গে তাঁর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে।

এর আগে এই আসনটি জেডিউ-র দখলেই ছিল। বেলহার কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন আরজেডি প্রার্থী রামদেও যাদব। এর আগে এই আসনটি জেডিউ-র দখলেই ছিল। দারাউন্দা বিধানসভা আসনে এগিয়ে রয়েছেন নির্দল প্রার্থী করণজিৎ সিং। এর আগে এই আসনটি দখলে ছিল জেডিউ-র। কেরলের পাঁচ আসনে শূন্য বিজেপি। সিপিএম এবং কংগ্রেস কেরালায় ২টি করে আসনে জয়ী হল। একটি আসন পেল ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল)। উল্লেখ্য, গত নির্বাচনে কংগ্রেসের দখলে থাকা কোনি, ভাত্তিয়ুরকাভু বিধানসভায় জয়লাভ করে সিপিএম। অন্য দিকে আরুর, এর্নাকুলাম দখল নিয়েছে কংগ্রেস। ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ নিজেদের পুরনো মঞ্জেশ্বর আসনটি দখলেই রেখেছে। ভোট শতাংশের নিরিখেও সবার আগে রয়েছে সিপিএম।

৩২ শতাংশ ভোট মিলেছে লালদের। কংগ্রেস ২৮ শতাংশ এবং বিজেপি ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এদিকে পুদুচেরির একটি আসনে এগিয়ে কংগ্রেস। আর তামিলনাড়ুর দুই আসনের উপনির্বাচনে এগিয়ে এআইএডিএমকে। তেলেঙ্গানায় একটি আসনে এগিয়ে শাসক টিআরএস। ওড়িশার একটি আসনে উপনির্বাচন ছিল সেটিও জিতে নিয়েছে বিজু জনতা দল। অসমের চার আসনের মধ্যে ৩টি আসন থাকছে বিজেপি দখলে। একটি আসন যাচ্ছে বিরোধী এআইইউডিএফের দখলে। একটি আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে কংগ্রেস-বিজেপির। গেরুয়া শিবিরের জন্য ভাল খবর আছে সিকিম থেকে। সিকিমের ৩ আসনেই জিতেছে বিজেপি জোট। অরুণাচলের এক আসনে এগিয়ে নির্দল। হিমাচলের দুই আসনেই জিতেছে গেরুয়া শিবির।

উল্লেখ্য, গত ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ১৮টি রাজ্যের ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হয় ঙ এদিন ভোটগ্রহণ হয় কর্ণাটকের, উত্তরপ্রদেশ, বিহার গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, অসম, কেরল, মেঘালয়, ওড়িশা, পুডুচেরি, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড়, অরুণাচল প্রদেশ এবং হিমাচলপ্রদেশে বিধানসভা আসনে উ আজ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী অরুনাচল প্রদেশে ভোট পড়েছে হার ৯০.৭৪ শতাংশ, অসমে ৭৪.১৪ শতাংশ বিহারে ৪৯.৫০ শতাংশ, গুজরাটে ৫০.৩৫ শতাংশ হিমাচল প্রদেশে ৬৭.৯৭ শতাংশ, কেরলে ৬৪.৯৯ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৫৬.৬২ শতাংশ, মেঘালয়ে ৭৯.৮৩ শতাংশ, ওড়িশায় ৭২ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৬০.৫৯ শতাংশ রাজস্থানে ৬৪.২৫ শতাংশ, সিকিমে ৬৯.৫৫ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৬৮.৮৭ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৪৫.০৪ শতাংশ, ছত্তিসগড়ে ৭৪.৩৯ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ৮২.২৩ শতাংশ এবং পুডুচেরীতে ভোট পড়েছে ৬৬.৯৫ শতাংশ ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহারাষ্ট্রে

● প্রথম পাতার পর

না আমরা। শরদ আরও বলেন, বিরোধীরা খেটেছে, কঠোর পরিশ্রম করেছে। কংগ্রেস-এনসিপি ও শরিকরা তাদের সেরাটা দিয়েছে। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ক্ষমতা আসে, আবার চলেও যায়। কিন্তু একটা লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা জরুরি। আমরা মানুষকেও আমাদের ভালবাসা দেওয়ায় ধন্যবাদ জানাই। তাঁকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা বলেছে, একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, যারা আমাদের ত্যাগ করেছে, তাদের মানুষ গ্রহণ করেছি। যারা চলে গিয়েছে, তাদের দলত্যাগে লাভ হয়নি।

এদিকে, মহারাষ্ট্রে ফের ক্ষমতায় বসতে চললেও, বিজেপির ফল আশানুরপ না হওয়ায়, মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে তাদের ওপর চাপ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে শরিক শিবসেনা।সাংবাদিক সম্মেলন করে শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেন, সঙ্গে এদিন উদ্ধব বলেন, 'সেইসময় আমরা ৫০-৫০ ফর্মুলায় একমত হয়েছিলাম। এবার সময় এসেছে সেটা প্রয়োগ করার।' এদিন তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, 'শিব সেনাকে কম আসন দেওয়া হয়েছিল। সবসময় আমরা জায়গা ছাড়তে পারব না। কে বড় ভাই আর কে ছোট সেটা বড় কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক।' সূত্রের খবর, ছেলে আদিত্য ঠাকরেকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য বিজেপিকে চাপ দিতে চলেছেন উদ্ধব।

আসন সংখ্যা কমলেও বিজেপির দাবি, তাদের স্ট্রাইক রেট গতবারের চেয়েও ভাল। সেইসঙ্গে ফের শিবসেনাকে পাশে নিয়েই চলার কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ এদিন জনতাকে ধন্যবাদজ্ঞাপন অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের ফলাফলকে অভূতপূর্ব বলে বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং বিজেপি সভাপতি তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

ভেজাল

● প্রথম পাতার পর

সরকার সেই দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, চলতি বছরে বর্ধমান ফার্মা ভেজাল ওষুধ কেলেঙ্কারির তদন্ত সিবিআই গ্রহণ করেছে। আজ তাঁর কাছে সিবিআই আধিকারিকরা বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছেন। তিনি তাঁদের সমস্ত তথ্য দিয়ে সর্বোতভাবে সহায়তা করেছেন বলে জানিয়েছেন। এদিন তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ওই ভেজাল ওষুধ কান্ডে রাঘব বোয়ালরা এবার জালে উঠবে।

প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

প্রবীণ চিত্রসাংবাদিকের মৃত্যুতে শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "অলোকবাবু এবিপি গ্রুপে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং তিনি "দ্য টেলিগ্রাফ" পত্রিকার চিফ ফটোগ্রাফার হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া 'বসুমতী', 'জনসেবক' ইত্যাদি পত্রিকাতেও এক সময় তিনি ফ্রিল্যান্সিং করেছেন। বহু ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত তিনি ক্যামেরাবন্দী করে রেখেছেন। তাঁর প্রয়াণে চিত্রসাংবাদিকতার জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি শ্রী মিত্রের পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি'।

বিজেপির দখলে

আটের পাতার পর

মোর্চা প্রার্থী পিএস গোলে। ১০৫৮৫টি ভোটে পেয়েছেন তিনি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দী এসডিএফ-এর মোজেস রাই পেয়েছেন ১৮৫৮টি ভোট। গ্যাংটক আসনেও ২৪৯২টি ভোট পেয়ে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী ওয়াইটি লেপচা।

গ্যাংটক থেকে তাঁর হামরো সিকিম পার্টির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ভাইচুং ভুটিয়া। মাত্র ৫৭৮টি ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছেন তিনি। পোকলক কামরাং আসন থেকে জিতে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিজের জায়গা পাকা করলেন পিএস গোলে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় গত বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে পারেননি তিনি।

মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

আটের পাতার পর

এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সরকার পর্যায়ক্রমে এই বিদ্যালয়গুলিকে একত্রীকরণ করার পরিকল্পনা নেয়। এক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলীও রাখা হয়েছে। যে বিদ্যালয়ের সাথে একত্রীকরণ করা হবে সেই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত দিক, শিক্ষাদানের মাধ্যম, যোগাযোগ মাধ্যম, ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা, ছাত্র-ছাত্রীদের ও অভিভাবকদের মতামত ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখেই বিদ্যালয়গুলিকে একত্রীকরণ করা হবে বলে তিনি জানান।

যে সকল বিদ্যালয় একত্রীকরণ করা হবে ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে যেতে পারে তারজন্য বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তর ট্রান্সপোর্টেশন স্কীম চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রিসভা আজ এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন দিয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। এক্ষেত্রে পরিবহণ খরচ বিদ্যালয়ের দূরত্ব অনুযায়ী ধার্য করা হয়েছে। ০-০.৫ কিমি পর্যন্ত কোনও পরিবহণ খরচ দেওয়া হবে না। ১-৫ কিমি পর্যন্ত দূরত্বের ক্ষেত্রে প্রতি জার্নিতে প্রথম থেকে প'ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকে ৫ টাকা করে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রতিদিন ৬ জার্নি-এর টাকা দেওয়া হবে। অর্থাৎ ছাত্র বা ছাত্রী তার অভিভাবক একবার বিদ্যালয়ে যাবেন, অভিভাবক ফিরে আসবেন, আবার যাবেন এবং ছুটির পর দু'জনে আবার ফিরে আসবেন অর্থাৎ মোট ৬ জার্নিতে ৩০ টাকা দেওয়া হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রী পাবে প্রতিদিনের জন্য ৫ অ ২, ১০ টাকা। অর্থাৎ তার অভিভাবকের জন্য কোনও খরচ দেওয়া হবে না। একত্রীকরণ করা বিদ্যালয়ের দূরত্ব ৩ কিমির মধ্যে হলে প্রতি জার্নি ১০ টাকা করে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রথম থেকে প'ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ৬০ টাকা এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে ২০ টাকা। দূরত্ব ৩ কিমির বেশি হলে প্রতিবারে ১২ টাকা করে ধার্য করা হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। বিদ্যালয় ছুটির দিনও কোনও ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত থাকলে এই পরিবহণ খরচ দেওয়া হবে না। প্রতি তিন মাসে একবার এই অর্থ ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি দেওয়া হবে। এই স্কীমে চলতি বছরে ১০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ব্যয় ধরা হয়েছে ৪০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। ২০২০-২১ বছরে মোট ৪০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই স্কীমের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ বছরে আরও ৩০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে এই স্কীমের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তখন ব্যয় হবে ৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। এর ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি যেমন বাড়বে, তাদের গুণগত শিক্ষা প্রদানেও সুবিধা হবে বলে তিনি জানান।

নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

আগরতলা পুর নিগম এলাকার প্রস্তাবিত পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। এতে জানানো হয়েছে, গত ১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের একটি প্রতিনিধিদল আগরতলা সফর করেছেন। এ বিষয়ে ১৩৪২.৬৪ কোটি টাকার একটি প্রাথমিক প্রকল্প পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অধীন ডিপার্টমেন্ট অব ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স গত ২৩ অক্টোবর এর অনুমোদন দিয়েছে। তবে নিতি আয়োগ এবং ডোনার মন্ত্রকের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

পিএমএওয়াই (আরবান) এই প্রকল্পের অধীন আখাউড়া গোলচক্কর এলাকায় লাইট হাউস নির্মাণ প্রজেক্টের জন্য কেন্দ্রীয় গৃহ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক কনসালটেন্সি এজেন্সি নিয়োগের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে যে সমস্যা রয়েছে তা দ্রুত নিরসনের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ-বছরের ৩০ জানুয়ারি ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর চেয়ারম্যান। রাজ্যে নগরোন্নয়নের ক্ষেত্রে সকল শহর ও শহরতলি এলাকাগুলির পদ্ধতিগত এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা হয়।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

তিনি উভয় রাজ্যের জন্য দক্ষ রণনীতি তৈরি করায় দলের রাষ্ট্রীয় সভাপতি অমিত শাহ এবং তা অনুসরণ করার জন্য কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হরিয়ানায় বিজেপির বিজয় নজিরবিহীন। কারণ দেশে প্রতি পাঁচ বছর পর সরকার পরিবর্তনের পরিবেশে দলটি আগের নির্বাচনের চেয়ে তিন শতাংশ বেশি ভোট নিয়ে বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর কথায়, মনোহরলাল খট্টর সরকার হরিয়ানার উন্নয়নের জন্য দুর্দান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সুতরাং, পাঁচ বছর ধরে রাজ্যে সুচারুভাবে সরকার পরিচালনার পর, বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা নিঃসন্দেহে একটি বড় সাফল্য।

এদিন তিনি বলেন, মহারাষ্ট্রে পঞ্চাশ বছরে এই প্রথম, কোনও একজন মুখ্যমন্ত্রী টানা পাঁচ বছর তাঁর কার্যকালীন মেয়াদ শেষ করেছেন। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসাধারণ নেতৃত্ব এবং অমিত শাহের কুশল রণনীতির জন্যই এই ফলাফল করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, পাঁচ বছরের কার্যকাল সম্পন্ন করার পর এই জোট দ্বিতীয়বার জয়ী হয়ে রেকর্ড তৈরি করেছে।

এছাড়া মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় দলের জয়ের জন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে কঠোর পরিশ্রমের জন্য দলের কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, খুব অল্প সময়ে নাড্ডা সাধারণ কর্মীদের হৃদয়ে জায়গা তৈরি করেছেন। ত্রিপুরা বিজেপির পক্ষ থেকে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, মোদী টু-এর সময়কালে শুরু জয়ের এই ধারাবাহিকতা অবিরত অব্যাহত থাকবে। অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভা উপনির্বাচনে বিজেপি এবং তার জোটসঙ্গীদের ব্যাপক জয় এটা প্রমাণ করে যে, জনগণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীজির ক্যারিশমা দিন দিন বাড়ছে।

রামেশ্বর

● প্রথম পাতার পর

কোম্পানিগুলি আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হবে। তাতে, ব্যাঙ্ক ঋণের প্রতি নির্ভরতা কমবে। একইসাথে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণও কমবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, জিএসটি দরে পরিবর্তনের ফলে অনেক জিনিসপত্রের দাম কমবে। এতে সাধারণ নাগরিকরা উপকৃত হবেন। তাঁর মতে, বিশ্ব মন্দার প্রভাব ভারতেও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার সময়মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। তাঁর দাবি, দেশের নিরাপত্তার সাথে অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করার সমস্ত দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি আশ্বস্ত করেন, অর্থনীতি নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ, নোবেল পুরস্কারপ্রাপক অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জিও দেশের অর্থনীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দেখা করার পর ভোল বদল করেছেন।

প্রতিমা

● প্রথম পাতার পর

করেন, এডিসি নিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে কার হাত রয়েছে, তা তাঁদের চিন্তার বিষয়, কটাক্ষের সুরে বলেন তিনি।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা

হতেই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়ে নেন তিনি। জেজেপি-র সঙ্গেও কথাবার্তা চলছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক আলোচনার পর দুষ্যন্ত চৌটালার দল তাদের সমর্থন দিতে রাজি হয়েছে বলেও দলীয় সূত্রে খবর। তবে এ নিয়ে জেজেপি-র তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করা হয়নি

অন্য দিকে, নির্বাচনী প্রচার নিয়ে গা-ছাড়া মনোভাব দেখালেও, ভোটের ফলাফলের প্রবণতা দেখে নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে কংগ্রেস। তাই এ দিন সন্ধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ হরিয়ানাবাসীকে সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানালে ফুঁসে ওঠেন কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মা। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তিনি বলেন, "মানুষের রায় মাথা পেতে নিচ্ছি আমরা। কিন্তু আজ নৈতিক ভাবে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ এবং দলের নেতৃত্ব বাস্তব থেকে অনেক দূরে।"

তবে ২০১৪-র বিধানসভা নির্বাচন এবং এ বছর লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ের সামনে মুখ থুবড়ে পড়েও, হরিয়ানায় কংগ্রেস যে ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিংহকেই তার সিংহভাগ কৃতিত্ব দিচ্ছে রাজ্য কংগ্রেসের একাংশ। জমি বণ্টন কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানোয় এখনও পর্যন্ত নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে প্রবীণ এই রাজনীতিককে। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ভর করেই, বিজেপিকে কোণঠাসা করে দেওয়া গিয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও।

কিন্তু দলে হুডার প্রতিদ্বন্দ্বী অশোক তনওয়ার রাহুলের ঘনিষ্ঠ। তাই হুডাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসাতে রাহুল রাজি হবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আবার সরকার গড়তে গেলে জেজেপি-কে দরকার কংগ্রেসের। আগেই মুখ্যমন্ত্রী পদটি দাবি করেছে জেজেপি। দলের সুপ্রিমো দুষ্যন্ত চৌটালার সঙ্গে হুডার ছেলে দীপেন্দ্রর সম্পর্ক ভাল হলেও, তার জন্য দুষ্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দাবি থেকে পিছু হটবেন বলে মনে করছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের ধারণা, বরং বিজেপির হাত ধরে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দিকে ঝুঁকতে পারেন দুষ্যন্ত।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

বাড়িতে থাকা বাড়ির মালিককে ডেকে এনে মৃতদেহটি দেখায়।খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়।কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পুকুরে ভাসমান অবস্থায় মৃতদেহটি তুলার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত এলাকাবাসীরা মৃতদেহটি কিছুটা শনাক্ত করার পর মৃত ব্যক্তির বাড়িতে খবর দিলে মৃত ব্যক্তির ছোট মেয়ে ও আত্মীয় পরিজনরা ঘটনাস্থলে এসে তার বাবার মৃতদেহটি শনাক্ত করে।মৃত ব্যক্তির নাম আদিত্য দেব (৬০)।পিতা-মৃত নগেন্দ্র দেব।বাড়ি সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনি এলাকায়।মৃত ব্যক্তির ছোট মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনরা কামিনী নাথের পুকুর পাড়ে মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে।জানা গেছে মৃতব্যক্তি আদিত্য দেব পেশায় দিনমজুর ছিলেন।তাঁর তিন মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে।তবে দুই ছেলে কর্মসূত্রে বহি রাজ্যে কর্মরত।দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন এবং ছোট মেয়ে বাড়িতে থাকতো।

এদিকে এলাকাবাসীদের বক্তব্য,মৃত আদিত্য দেব পাশের গ্রাম অর্থাৎ সরলা গ্রামের ক্ষুদিরাম কলোনির বাসিন্দা।সে সারাদিন মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকতো।তাছাড়া গ্রামের লোকজন জানিয়েছেন গতকাল সে প্রচুর মদ্যপান করেছিলো এবং বিকালবেলা তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল সরসপুর এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে।তাই স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা আদিত্য দেব স্নান করার জন্য কামিনী নাথের পুকুরে নামলে আর উঠতে পারেনি। পুকুরের জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে তার এমনটা স্থানীয়দের ধারণা।তবে সরলা গ্রাম ছেড়ে পাশের গ্রাম সরসপুর এসে একটি পুকুরে পড়ে মৃত্যু ঘটনা কিছুটা হলেও সন্দেহের দানা বাঁধছে স্থানীয় জনগণের মধ্যে।

অপরদিকে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান,উনারা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে প্রাক্তন প্রধান কামিনীর নাথের পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ তুলার পর মৃতদেহ শনাক্ত করেছে তার নিজ মেয়ে।মৃত ব্যক্তির নাম আদিত্য দেব।পাশের সরলা গ্রামের বাসিন্দা সে।স্থানীয়দের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করত এবং গতকাল মদ্যপান করে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল।স্থানীয়দের ধারণা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কামিনী নাথের পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তার।তবে পুলিশ কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি পাঠিয়ে দিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই মৃত্যু কারন পরিষ্কার হয়ে যাবে।পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ একটি ইউডি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।তবে সাতসকালে পুকুরের জলে ভাসমান অবস্থায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে গোটা কদমতলা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে ৭৫ শতাংশ ভরতুকি দেবে কেন্দ্র, আগরতলায় মন্ত্রী রামেশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে ৭৫ শতাংশ ভরতুকি দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ, এই অঞ্চলের যেভাবে উন্নতি হওয়া উচিত ছিল সেভাবে উন্নয়ন হয়নি। বৃহস্পতিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা বলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি। তাঁর কথায়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে ত্রিপুরায়ও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। ত্রিপুরায় মেগা ফুড পার্কে সহস্রাধিক কর্মসংস্থান হবে, দাবি করেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, সারা দেশেই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভীষণ সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও এই শিল্পকে উৎসাহ দিচ্ছে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৪২টি ফুড পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। আরো পঁাচটি খুব শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, নতুন পাঁচটি ফুড পার্কের মধ্যে দুটি রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয়ে দুটি ফুড পার্ক খুব শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে, জানান তিনি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরায় মেগা ফুড পার্কের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ওই ধরনের ফুড পার্কে ২৫টি শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, অনেক কোম্পানি এককে করে আসছে। তিনি জানান, আজ ত্রিপুরায় এসেই মেগা ফুড পার্ক ঘুরে দেখেছি। সেখানে শিল্পপতিদের সাথে কথা বলেছি। সাথে তিনি বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথেও আলোচনা হয়েছে। তাঁদের প্রয়োজনীয়তার খোঁজখবর নিয়েছি।

মন্ত্রী দাবি করেন, ত্রিপুরায় মেগা ফুড পার্কে সহস্রাধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। সেখানে ক্রমপর্যায়ে শিল্প গড়ে উঠলে, একই সাথে কর্মসংস্থানও হবে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। কারণ স্বাধীনতার ৭০ বছরে এই অঞ্চলের যতটুকু উন্নতি হওয়ার প্রয়োজন ছিল সেই মতো উন্নয়ন হয়নি। তিনি জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ শতাংশ ভরতুকি দেবে। এতে প্রচুর শিল্প গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গন্ডাছড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত স্কুলছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৪ অক্টোবর ।। বিদ্যুৎ সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। তার নাম গেলুংসা ত্রিপুরা। বয়স আঠার। ঘটনাটি ঘটে বুধবার গন্ডাছড়া এডিসি ভিলেজের নবদাপাড়ায়। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন এইদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ হঠাৎ করে গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন এলাকার একটি ট্রান্সফর্মার সারাই করতে যায় অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্র গেলুংসা ত্রিপুরা। এর আগেও অনেকবার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে সে ও গ্রামের মানুষ মিলে ট্রান্সফর্মারটি সারাই করে। ট্রান্সফর্মার সারাই হলেই বিদ্যুৎ চলে আসে। বুধবারও সে ট্রান্সফরর্মার সারাইয়ে হাত দেয়। তখন সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চলে আসায় সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তার ডান হাতটি ঝলসে যায়। ট্রান্সফর্মারের পাশেই সে লুটিয়ে পড়ে। এলাকার লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। এরই ফাকে খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া থানা ও ফায়ার কর্মীদের। পুলিশ ও ফায়ারকর্মীরা ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যায়। গেলুংসা ত্রিপুরাকে নিয়ে যাওয়া হয় গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। চিকিৎসকদের বক্তব্য হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে রাস্তায় সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

তলব

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত আদালত বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্যের পুরো খেয়াল রাখার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে, অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক বলেন, পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিকের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স মামলা করেছে। ওই মামলায় সুনীল ভৌমিক গ্রেফতার হয়ে এখন পুলিশ রিমান্ডে রয়েছেন। তাঁর জামিনের আবেদন পশ্চিম জেলা দায়রা আদালত খারিজ করেছে। কিন্তু একই মামলায় বাদল চৌধুরী আদালতে জামিন পাননি এবং তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। অ্যাডভোকেট জেনারালের কথায়, বাদল চৌধুরীর আইনজীবী ত্রিপুরা হাইকোর্টে অগ্রিম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে বাদলবাবু হাসপাতালে ভর্তি হলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তাই, বাদল চৌধুরীর পক্ষে তাঁর স্ত্রী হাইকোর্টে পুনরায় অগ্রিম জামিনের আবেদন জানান। অরুণকান্তি বলেন, হাসপাতালে পুলিশ বাদলবাবুকে গ্রেফতার করলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে আদালতে তোলা সম্ভব হয়নি পুলিশের।

তিনি বলেন, আগামী ৩০ অক্টোবর হাইকোর্ট খুলবে। ওইদিন পুলিশের কাছে ওই মামলার কেস ডায়েরি তলব করেছে আদালত। তাঁর কথায়, এরই মধ্যে বাদলবাবুকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলে তাঁকে স্পেশাল কোর্টে তোলা হবে। কারণ, তাঁর পুলিশ রিমান্ডের আবেদন ইতিমধ্যে জমা দেওয়া রয়েছে। তিনি বলেন, আজ হাইকোর্টে পিপি রতন দত্ত সশরীরে হাজিরা দিয়েছিলেন। আদালত তাঁকে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করার অধিকার দিয়েছে।

সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

আমরা। তিনি বলেন, ২০১৬ সলথেকেই বিজেপি ওই বিল আনতে চাইছে। লোকসভায় ওই বিল পেশ করা হলেও বিরোধীদের তীব্র আপত্তিতে সেই বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, এখন ফের ওই বিল লোকসভায় পেশ করার লক্ষ্যে বিজেপি প্রচার শুরু করেছে। তাঁর দাবি, লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল কোনভাবেই পেশ করতে দেওয়া হবে না। সাথে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূমিপুত্রদের স্বার্থে ওই বিল প্রত্যাহার করা হোক।

এদিন আইএনপিটি সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল বলেন, সর্বনাশা খেলায় নেমেছে বিজেপি। কারণ, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের কারণে এই অঞ্চলের ভূমিপুত্ররা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। তাঁর মতে, আমাদের জাতি এখন অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়তে চলেছে। ফলে, মাথা গুঁজার ঠাঁই মিলবে কিনা তাই আমরা বুঝতে পারছিনা।

তাঁর বক্তব্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হলে বহিরাগতদের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ গুনবৃদ্ধি পাবে। তাই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানান, ওই বিল প্রত্যাহার করে নিন। নয়তো, ওই বিলের ভাষা পরিবর্তন করে আনুন। তাঁর সাফ কথা, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না, এমন বিধান বিলে রাখা হলে তাতে আইএনপিটির কোন আপত্তি হবে না।

বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তের মধ্যে অন্তিম ব্যক্তি ওয়াই পি সিংহকে জালে তুলতে এখন ক্রাইম ব্রাঞ্চ ভীষণ তৎপর হয়েছে।

সূত্রের খবর, ক্রাইম ব্রাঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও ওয়াই পি সিংহকে গ্রেফতার করার জন্য অনুমতি নিয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম প্রশাসনের শীর্ষ পদে থাকা কোনও আধিকারীককে দুর্নীতি মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করতে চলেছে। ওয়াই পি সিংহকে ক্রাইম ব্রাঞ্চ গ্রেফতার করতে সক্ষম হলে ত্রিপুরায় নজির স্থাপন হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

খেলা

গোলাপি বলে ভারতীয় দল প্রথম টেস্ট খেলতে পারে ইডেনে ! ম্যাচ হবে দিন-রাতের

নিজস্ব প্রতিবেদন : ঐতিহাসিক ম্যাচের সাক্ষী থাকতে পারে ইডেন। গোলাপি বলে প্রথম দিন-রাতের টেস্ট ভারতীয় দল খেলতে পারে কলকাতায়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টেই খেলা হতে পারে গোলাপি বলে। বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের বিক্ষোভের জেরে সিরিজ বাতিল হতে চলেছিল। কিন্তু আপাতত বাংলাদেশের ক্রিকেট থেকে আশঙ্কার কালো মেঘ কেটেছে। কলকাতায় ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ দেখতে আসতে পারেন শেখ হাসিনা। এদিকে, বিসিসিআই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ম্যাচ দেখতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে বলে জানা গিয়েছে। এই ম্যাচ ঘিরে যে উত্তেজনার পারদ চড়বে তা বলাবাহুল্য। এসবের মাঝে গোলাপি বলে ম্যাচ হলে যে তা আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বৃহস্পতিবার অধিনায়ক বিরাট কোহলির সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। সেখানে আলোচনায় ইডেনে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট ম্যাচ গোলাপি বলে করার প্রসঙ্গ ওঠে।পাকিস্তানকে সাহায্য করবেন সৌরভ গাঙ্গুলি, আশায় বুক বাঁধছেন আখতারটি-২০-র রমরমায় টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ কমছে। টেস্ট ক্রিকেটকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিরাট কোহলি পাঁচটি নির্ধারিত ভেনু রাখার কথা বলেছিলেন। অন্যদিকে, সৌরভ তো দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, দিন-রাতের ম্যাচ বা গোলাপি বলে খেলা হলে ক্রিকেটের দীর্ঘ ফরম্যাচের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়তে পারে। তিনি বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর নিজের এই প্রস্তাব রাখেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়কের সামনে। বিরাট কোহলি নাকি গোলাপি বলে টেস্ট খেলার ব্যাপারে ইতিবাচক মত দিয়েছেন। ফলে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ইডেনেই প্রথমবার গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট খেলতে পারে টিম ইন্ডিয়া। ১৪ নভেম্বর ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম টেস্ট হবে ইন্দোরে। ২২ নভেম্বর ইডেনে দ্বিতীয় টেস্ট। আর সেই ম্যাচেই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে পারেন দর্শকরা। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলি ইতিমধ্যে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট খেলে ফেলেছে। তবে রাতের ফ্লাডলাইটের আলোয় গোলাপী বল দেখতে যে বেশ অসুবিধা হয়, সেই ব্যাপারে ক্রিকেটাররা অভিযোগ করেছিলেন। বিসিসিআই অবশ্য প্রথমদিকে গোলাপী বলে খেলার ব্যাপারে সাড়া দেয়নি।ঘরোয়া ক্রিকেটে গোলাপি বলে খেলার প্রচলন করেছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি। এবার ভারতীয় দলের গোলাপী বলে টেস্ট খেলার ব্যাপারে তিনি কতটা সফল হন সেটাই দেখার।

ধোনির টি-২০ বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত, এই দলের হয়ে শুরু করতে চলেছেন ট্রেনিং

বিশ্বকাপের পর থেকে ভারতীয় দলের হয়ে প্রাক্তন অধিনায়ক আর উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মহেন্দ্র সিং ধোনি মাঠে নামেননি। গত কিছু সিরিজ থেকে তিনি লাগাতার বিশ্রাম নিয়ে চলেছেন। এখন আশা রয়েছে যে তিনি আগামী সিরিজেও বিশ্রাম নিতে পারেন। যদিও দ্রুতই তিনি ট্রেনিংয়ের জন্য ক্রিকেটের মাঠে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।অনুর্ধ ২৩এর খেলোয়াড়দের সঙ্গে ট্রেনিং করবেন মহেন্দ্র সিং ধোনিক্রিকেট মাঠ থেকে দূরে থাকা মহেন্দ্র সিং ধোনি দ্রুতই মাঠে ফিরতে পারেন। তিনি রাঁচির মাঠে ঝাড়খন্ডের অনুর্ধ ২৩ দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ট্রেনিং করবেন। এই ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ধোনির এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন,'উনি সিনিয়র ঝাড়খন্ড দলের একজন সহায়ক স্টাফের সঙ্গে কথা বলেছেন, কিন্তু যখন উনি ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০তে অংশ নেওয়ার জন্য সুরাটে রওনা হবেন, তার আগে তিনি রাঁচির মাঠে অনুর্ধ ২৩ খেলোয়াড়দের সঙ্গে রাঁচির মাঠে অনুর্ধ ২৩ এর খেলোয়াড়দের সঙ্গে ট্রেনিং করবেন। তিনি জিমে ট্রেনিং নিয়ে নিজের ফিটনেসের উপর কাজ করা শুরু করে দিয়েছেন'।মহেন্দ্র সিং ধোনি ফিটনেস নিয়ে কাজ করা শুরু করেছেনএখন তারকা অধিনায়ক থাকা মহেন্দ্র সিং ধোনির ঘনিষ্ঠ সূত্র তার প্রত্যাবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে,'উনি আয়োজন স্থলে ব্যাডমিন্টন, টেনিস আর বিলিয়ার্ডও খেলেন। এগুলো সবই তার প্রস্তুতির অংশ। উনি জানুয়ারি থেকে প্রতিযোগীতামূলক ক্রিকেট খেলা শুরু করতে পারে যার মানে হল তিনি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির জন্য ঝাড়খন্ড দলের অংশ থাকবেন না'।দ্রুতই শুরু হতে চলা বাংলাদেশ সফরের পর ধোনিকে ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে হতে চলা সিরিজেও দেখা যাবে না। আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে তার খেলা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে।শ্রীলঙ্কা সফর থেকে করবেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনরিপোর্টের মোতাবেক মহেন্দ্র সিং ধোনি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হতে চলা সিরিজ থেকে ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। তারপর তিনি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও খেলবেন। ধোনির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরবর্তী লক্ষ্য টি-২০ বিশ্বকাপ খেলা। যা আগামী বছর ১৮ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় খেলা হবে।

অন্যায়ভাবে কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন, এখন দাদা মসনদে আসায় এই প্রতিক্রিয়া দিলেন কুম্বলে

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রকাতন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী গতকাল ২৩ অক্টোবর অফিসিয়ালি বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হয়েছেন। গাঙ্গুলী বিসিসিআইয়ের ৩৯তম প্রেসিডেন্ট হলেন আর দ্বিতীয় ভারতীয় অধিনায়কও হলেন যিনি এই পদে বসলেন। দাদার প্রেসিডেন্ট পদে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায়, টিভি চ্যানেলে চেয়ে রয়েছেন। প্রত্যেকেই দাদাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, এই তালিকায় টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক আর কোচ থাকা অনিল কুম্বলেও দাদাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করে খুশি প্রকাশ করেছেন।তোমার গাইডেন্সে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের হবে বিকাশসৌরভ গাঙ্গুলীর প্রেসিডেন্ট হওয়ায় ক্রিকেট ফেটারনিটির দীপাবলীর খুশি যেনো দ্বিগুন করে দিয়েছে। প্রত্যেকেরই আশা যে টিম ইন্ডিয়ার সফল অধিনায়ক থাকা সৌরভ গাঙ্গুলী যেভাবে টিমকে নতুন রূপ দিয়ে বড়ো বড়ো খেলোয়াড় তৈরি করেছিলেন এখন তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েও ভারতীয় ক্রিকেটকে আরো উঁচুতে নিয়ে যাবেন। দাদার অধিনায়কত্বে দীর্ঘদিন খেলা অনিল কুম্বলে দাদাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করে লিখেছেন,'শুভেচ্ছা দাদা। সত্যিই আমি তোমার আর ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য খুশি। আমার বিশ্বাস যে তোমার গাইডেন্সে ভারতীয় ক্রিকেটের বিকাশ হবে। সবসময়ের জন্য সেবা'।বিসিসিআই যে ব প্রেসেডেন্ট হওয়া চ্যালেঞ্জের মত: সৌরভ গাঙ্গুলীসৌরভ গাঙ্গুলী প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রেস কনফারেন্স চলাকালীন বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সম্মানের কথা যে সমস্ত সদস্যরা আমাকে এই ভূমিকার জন্য বেছেছেন। এটা বিসিসিআইয়ের জন্য একটা নতুন শুরু'।দাদা নিজের অধিনায়কত্ব থেকে বর্তমান বিসিসিআইয়ের তুলনা করে বলেছেন, 'সংযোগবশত-সৌভাগ্যবশত বা দুর্ভাগ্যবশত- যখন আমি অধিনায়ক হই, তখন দলের পরিস্থিতি এমনইন ছিল আর আমি ছয় বছর পর্যন্ত ভারতের অধিনায়কত্ব করেছি। সেই ভাবেই এখন বিসিসিআইতেও সমস্ত কিছুকে ফেরত আনার প্রয়োজন, উন্নতির প্রয়োজন, স্টেট অ্যাসোসিয়েশনকে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন। তো এটা একটা সম্পূর্ণভাবে নতুন শুরু। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নিজেকে সেই স্থিতিতে পাই যেখানে আমি একটা পরিবর্তন করতে পারি, আর এটা একটা চ্যালেঞ্জ'।

রাজনীতির আখড়ায় ধরাশায়ী কুস্তির আখড়ার চ্যাম্পিয়ন যোগেশ্বর, ববিতা

চণ্ডিগড়, ২৪ অক্টোবর: : কুস্তির আখড়ায় এঁরা চ্যাম্পিয়ন। এবার রাজনীতির আখড়ায় নেমে দুজনে নেমে ভাগ্য পরীক্ষা করতে নেমেছিলেন। কুস্তির আখড়া আর রাজনীতির আখড়া যে দুটো সম্পূর্ণ মঞ্চ সেটা বুঝে গেলেন দুজনে। কথা হচ্ছে-হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র হয়ে ভোটে দাঁড়ানো দুই তারকা কুস্তিগীর যোগেশ্বর দত্তএবং ববিতা ফোগাত দের নিয়ে। দুজনেই যত ঘটা করে বিজেপি-তে ভোটের ক দিন আগে যোগ দিয়েছিলেন, তারপর প্রার্থী হয়েছিলেন, ঠিক ততটা হতাশ হলেন ভোটের ফলে। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে পদকজয়ী কুস্তিগীর যোগেশ্বর দত্ত সোনিপথ জেলার বারোদা বিধানসভা কেন্দ্র হারলেন কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণণ হুডার বিরুদ্ধে।দাদরি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ী কুস্তিগীর তথা "দঙ্গল গার্ল" ববিতা ফোগাত বড় ব্যবধানে হারলেন। ববিতা যে কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়ালেন সেটি ভিবানি-মহেন্দ্রগড় লোকসভার অন্তর্গত। যে লোকসভা কেন্দ্রে কখনও বিজেপি জেতেনি। প্রসঙ্গত, ববিতা সহ ফোগাত কন্যাদের জীবনের ওপর আমির খানের সিনেমা "দঙ্গল"তৈরি হয়েছিল। নির্বাচনের আগে বাবা মহাবীর সিং ফোগাতকে নিয়ে ববিতা বিজেপিতে যোগদানের সময় বলেছিলেন, বিজেপির মতাদর্শ ও ৩৭০ ধারা বিলোপ সহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাহসী সিদ্ধান্তের জন্যই তিনি রাজনীতিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন।ক্রীড়াবিদদের ভোটে দাঁড়ানোটা নতুন নয়।তবে একই খেলার দুই তারকা-অলিম্পিয়ান-ক্রীড়াবিদ একই রাজ্য থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে এভাবে হারলেন এমন নজির খুব কমই শোনা যায়। হরিয়ানায় শাসক দল বিজেপি একক বৃহত্তম সংখ্যা পেলেও সংখাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। লোকসভা নির্বাচনে এত বড় জয়, প্রচারে ব্যাপক ঝড় তুলেও হরিয়ানা বিজেপিকে হতাশ করল। যোগেশ্বর, ববিতাদেরও হতাশ করল হরিয়ানার রায়। কুস্তির আখড়ার চ্যাম্পিয়নরা রাজনীতির আখড়ায় ধরাশায়ী হলেন।

দশ ওভারের ক্রিকেট চমক দেখাতে তৈরি যুবরাজ সিং

২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ হোক বা ঘরের মাঠে ২০১১ সালে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। তিনিই ছিলেন সেরার সেরা। দুটি বিশ্বকাপেই ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার পেয়েছেন যুবরাজ সিং। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ক্রিকেট চরিত্র চলতি বছরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়েছেন যুবরাজ। তবে এখনও ক্রিকেট চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। অবসর নেওয়ার দিনই বলেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ফ্রাঞ্চাইজি লিগে খেলতে চান তিনি। সেই মতই জুলাই মাসে কানাডার গ্লোবার টি২০ লিগে মাঠে নেমেছিলেন যুবরাজ।এবার তিনি নিজেকে পরীক্ষা করবেন ক্রিকেটের আরও ছোট ফরম্যাটে। ক্রিকেট বিশ্বে খুব বেশি দিন আমদানি হয়নি দশ ওভারের ক্রিকেট টি-১০ লিগের। এবার সেই আসরেই পাওয়া যাবে প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারকে। তাই যুবরাজের গন্তব্য আরব দেশে। আবু ধাবি টি-১০ লিগে যুবরাজ এবার মারাঠা অ্যারাবিয়ানস দলের আইকন ক্রিকেটার।

বিশ্রামে কোহলি, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টিতে নেতা রোহিত

আগেই ইঙ্গিত মিলেছিল। এবার সরকারিভাবে জানানো হল, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে বিশ্রামে রাখা হচ্ছে কোহলিকে। বিরাট কোহলির পরিবর্তে জাতীয় দলকে টি২০তে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা। তবে টেস্ট স্কোয়াডে যথারীতি কোহলি থাকছেন নেতা হিসেবে। গত দু-বছর ধরে টানা ক্রিকেট খেলে চলেছেন বিরাট। তাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ থেকে বিশ্রামে যেতে পারেন কোহলি, সেই ইঙ্গিত ছিল আগে।বিশ্বকাপের পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকেও বিরাটকে বিশ্রামে পাঠানোর কথা ভাবা হয়েছিল নির্বাচকদের তরফে। তবে সেই সময় বিরাট নিজেই বিশ্রাম নিতে চাননি। বিশ্বকাপ কেটে গিয়েছে অনেকদিন। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও পর্যুদস্ত করে সিরিজ জিতেছে ভারত। এরপরে টানা ক্রিকেট মরশুম। বাংলাদেশ সফরের পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলতে আসছে এদেশে। তারপরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সীমিত ওভারের ক্রিকেট সিরিজ। যদিও সেই সিরিজ এখনও চূড়ান্ত নয়।জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন ধোনি, খেলবেন বিশ্বকাপেওতারপরে নিউজিলান্ড সফর শেষেই টি২০ বিশ্বকাপ। এর মাঝে আইপিএলেও খেলতে হবে। তাই বাংলাদেশ সিরিজই বিরাটের বিশ্রামের পক্ষে আদর্শ। টি২০তে নতুন মুখ বলতে শিবম দুবে। অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার জায়গায় খেলবেন তিনি। মুম্বইয়ের তারকা ক্রিকেটার ঘরোয়া ক্রিকেটে এবং আইপিএলে আরসিবির জার্সিতে টানা খেলে নজর কাড়ছিলেন। তারই পুরস্কার হিসেবে তিনি এবার জাতীয় দলের টি২০ জার্সিতে।"বিরাট কোহলি ও তাঁর দল আগামী পাঁচ বছর সারা বিশ্বে রাজত্ব করবে"এদিকে, টেস্ট কিংবা টি২০ দুই স্কোয়াড থেকেই বিশ্রামে রাখা হয়েছে জসপ্রীত বুমরা এবং হার্দিক পাণ্ডিয়াকে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ স্কোয়াডে মহেন্দ্র সিং ধোনির নাম ঘোষণা করা হয় কিনা, সেদিকেও কৌতূহল ছিল। তবে প্রত্যাশিতভাবেই ধোনি নেই স্কোয়াডে। জানা গিয়েছে, আগামী বছরে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন তিনি। টি২০ বিশ্বকাপেও খেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন মহাতারকা।পাশাপাশি, টেস্ট ও টি২০তে স্কোয়াডে জায়গা দেওয়া হয়েছে ঋষভ পন্থকে। তবে তাঁর উদ্বেগ বাড়িয়ে টি২০ স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ফর্মে থাকা সঞ্জু স্যামসনকে। টেস্টে কুলদীপ যাদব ফিরতেই জায়গা হারাতে হল রাঁচি টেস্টে দুরন্ত অভিষেক ঘটানো শাহবাজ নাদিম।বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের টি২০ স্কোয়াড: রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়স আইয়ার, মণীশ পাণ্ডে, ঋষভ পন্থ, ওয়াশিংটন সুন্দর, ক্রুনাল পাণ্ডিয়া, যুজবেন্দ্র চাহাল, রাহুল চাহার, দীপক চাহার, খলিল আহমেদ, শিবম দুবে, শার্দুল ঠাকুরবাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের টেস্ট স্কোয়াড: বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, মায়াঙ্ক আগারওয়াল, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কা রাহানে, হনুমা বিহারী, ঋদ্ধিমান সাহা, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ শামি, উমেশ যাদব, ইশান্তশর্মা, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থ

NOTICE

In connection with "Employment Notification" for various Technical posts under Atal Bihari Vajpayee Regional Cancer Centre, Agartala the Written Preliminary Competence Assessment Test and Viva-Voce scheduled on 25th October 2019 and 30th October 2019 have been deferred to 4th November 2019 and 8th November 2019 respectively.
2."Essential Qualification" of Mechanical Technician will be as Higher Secondary plus I.T.I.(Mechanical) 2 years full time course from Government recognized institute and "Desirable Qualification" for the post of Mechanical Technician will be as Vocational Training on RAC, Fitter & Turner, Pump operator cum Mechanic, Automobile Mechanic etc.
3.Last date of application submission has been extended up to 31st October 2019.
4.For any query or clarification please visit www.agmc.nic.in or contact 0381-235-5497/ email us on rccagartala@yahoo.com
This has reference to earlier notification vide No.F.8(25)CH/MS/GEN/2019/6042 Dated 3rd October 2019.
Dated, the 24th, October 2019.

(Dr. Gautam Majumdar)
Medical Superintendent
AB Vajpayee Regional Cancer Centre,
Agartala, Tripura(West)

ICA/D-1156/2019-20

GOVERNMENT OF TRIPURA
POWER DEPARTMENT
ADVERTISEMENT
(Details are available on www.tsecl.in)
Applications are invited for the post of Director (Technical) in the Tripura State Electricity Corporation Limited (a Government of Tripura State Undertaking) at its headquarters at Agartala,
Director (Technical) (01) / Age: Below 62 (sixty two) years as on last date for applying / Qualification: A graduate in Electrical Engineering from a recognized University / Institute / Experience: 25 years experience in Power utility with a minimum of 2 (two) years combined experience as Additional Chief Engineer (Electrical) and Chief Engineer (Electrical), out of which at least 1(one) year experience as Chief Engineer (Electrical). Experience of working in a corporate power utility/ system would be preferred. / Fay Scale/Remuneration: Level-20 of Tripura State Pay Matrix,2018 (HAG + Scale Rs.37,400/- - Rs.67,000/- + GP- Rs.8700/-, pre revised) plus other admissible allowance for In service Candidate / Consolidated monthly contractual remuneration of Rs.1,05,000/- per month for retired person without linkage of pension drawn from previous service, if any.
Last date of receipt of application is 25th November,2019. TA/ DA would be paid for attending the interview.
For further information please contact tele-fax No. (0381) 241-0145.

(S. R. Das)
Joint Secretary to the
Government of Tripura.

ICA/D-1153/2019-20

No. 4607-14F.XX-1(1)/CEW/SFLCL/19 Date, 22 October-2019
ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER
It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of **3(three) nos. retail vend of Foreign Liquor Shops** under West Tripura District for the financial year 2019-2020 as per the provisions of rule 154 read with rule 29A and rule 22 of the Tripura Excise Rules,1990 (as amended upto 2019) subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura, **https://tripuratenders.gov.in.**
The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website **https://tripuratenders.gov.in** and also available in the Office Notice Board of the Collector of Excise, West Tripura District, Agartala.
Corrigendum/ addendum, if any will be published only on the above website.

(Dr. Sandeep Mahatme N, IAS)
Collector of Excise
West Tripura, Agartala

ICA/C-1412/19

CANCELLATION NOTICE OF SNIT
The Short Notice Inviting tender for Supply and installation of Software for Digital Language Lah along with accessories at Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura. invited vide No. F.1(4)-GDP/UDP/Estt(Proc,)/2018/ ELL/1483(A) dated 02/03/2019, is hereby cancelled due to administrative reasons.

Sd/- Principal-in-charge
Gomati District Polytechnic
Fulkumari Udaipur. Gomati Tripura

ICA/C-1406/19

PNIeT NO-19/EE/PWD(DWS) AMD/2019-20
Online percentage rate bids in single bid system is invited for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time for completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	**Name of Work: -** Construction of 01(one) nos. semipermanent pump house, in/c. related allied works for DTW scheme at Tripura Para under Nalkata VC within the jurisdiction of DWS Sub-Division Manu DNIe-T No.09/EE/PWD(DWS)/AMB/2019-20	Rs. 1972920.00	Rs. 19729.00	Rs. 1000.00	60(Sixty) days	Upto 15.00 Hrs on 08/11/2019	O/O the Executive Engineer, DWS Division, Ambassa at 16.30 Hrs on 12/11/2019	https:tripura tenders.gov.in.	Appropriate Class/ Category as per NIe-T

All details can be seen in the office of the undersigned, NB : This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the but can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in & for any qucry please contract : 03826-267230 / M8787354471

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-1419/19

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PNIT-19/EE/RDD/STC/2019-20 Dated 11-10-2019
The Executive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 01/11/2019 for the following work:

e-DNIT NO.	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
eDNIT-117/EE/RDD/STC/S/2019-20 Dated:-12/10/2019 Construction of 02(Two) nos additional class room at Bishnupur ADC village under Rupaichari RD Block	Rs. 15,57,171.00	Rs. 15,572.00	Six (06) Months	Upto 15.00 Hrs on 01/11/2019	At 16.00 Hrs on 01/11/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
eDN1T-118/EE/RDD/STC/S/2019-20 Dated:-12/10/2019 Construction of 02(Two) nos additional class room at Uttar Bijoypur ADC village under Rupaichari RD Block	Rs. 15,57,171.00	Rs. 15,572.00					
eDN1T-119/EE/RDD/STC/S/2019-20 Dated:-12/10/2019 Construction of 02(Two) nos additional class room at South Manubankul ADC village under Rupaichari RD Block	Rs. 15,57,171.00	Rs. 15,572.00					
eDN1T-120/EE/RDD/STC/S/2019-20 Dated:-12/10/2019 Construction of 02(Two) nos additional class room at Purba Ludhua ADC village under Rupaichari RD Block	Rs. 15,57,171.00	Rs. 15,572.00					
eDN1T-121/EE/RDD/STC/S/2019-20 Dated:-12/10/2019 Construction of 02(Two) nos additional class room at Garifa ADC village under Rupaichari RD Block	Rs. 15,57,171.00	Rs. 15,572.00					

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https; tripuratenders.gov.in. Submission of bids physically is not permitted.

(Er.T.K. Sakar
Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

ICA/C-1400/19

CMYK

জাগরণ 25 October, 2019, Friday আগরতলা, ২৫ অক্টোবর, ২০১৯ ইং, ■ ৭ কার্ত্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

নির্দিষ্ট সময়ে নগরোন্নয়নের সমস্ত কাজ শেষ করতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নগরোন্নয়নের যে-সব প্রকল্প এবং কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তা গুণমান বজায় রেখে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া প্রকল্পসমূহ রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা রয়েছে তার নিরসন করার ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির বোর্ড মিটিঙে পুরনো জেলখানা এলাকায় আইটি পার্ক, আধুনিক হোটেল নির্মাণ এবং হাউজিং কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য কনসালটেন্সি নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিবেকানন্দ মার্কেট এলাকা, নন্দননগর এলাকা এবং ভগৎ সিং যুব আবাস সংলগ্ন আরবান ডেভলপমেন্টের নিজস্ব জায়গায় টাউনশিপ প্রকল্পের কাজ রূপায়ণের জন্য ঠিকাদার নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যে ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির বোর্ড মিটিং মহাকরণের এক নম্বর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির বিভিন্ন প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং শহর এলাকার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সভায় আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা, বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান তথা মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরালু ছাড়াও নগরোন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা মিলিন্দ রামটেকে এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যের ৭-টি জেলার সদর দফতরে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। এই প্রকল্পে এডিবি ১,৬৫০ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে। ইতিমধ্যেই এডিবি-র কাছ থেকে প্রজেক্ট রিসোর্স ফিনান্সিং হিসাবে ১৭.৭৫ কোটি টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য ইতিমধ্যেই ডোনার মন্ত্রক মিনিস্ট্রি অব ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, গৃহ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক এবং নীতি আয়োগের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেছে। শীঘ্রই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের এক প্রতিনিধিদল রাজ্য সফর করবেন বলে বৈঠকে জানানো হয়। এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্টের আর্থিক সহায়তায় ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগনীতি ২০০৯ সংশোধিত মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর।। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে মহাকরণে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগনীতি ২০০৯-এ সংশোধনী আনা হয়েছে। আগে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স ছিলো ১৮-২২। বর্তমানে তা পরিবর্তন করে ১৮-২৪ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্নাতকদের জন্য ২ বছর এবং এস সি / এস টি-দের জন্য বয়স ৫ বছর শিথিলযোগ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলো মাধ্যমিক পাশ। এখন তা এস সি / এস টি-দের জন্য করা হয়েছে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাশ। নিয়োগে লিখিত, শারীরিক ও মৌখিক পরীক্ষায় মার্কস-এর ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে লিখিত পরীক্ষায় মোট নম্বর ছিলো ৬০। পাশ মার্কস ছিলো ২৪। মৌখিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মোট নম্বর ছিলো ৪০। এক্ষেত্রে তা সংশোধন করে লিখিত পরীক্ষায় ৫০, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ৪০ এবং মৌখিক পরীক্ষায় ১০ নম্বর রাখা হয়েছে। পাশ মার্কস রাখা হয়েছে ৩৬। পুলিশ কনস্টেবল (পুরুষ ও মহিলা) উভয় ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্যই মন্ত্রিসভা এই সংশোধনী অনুমোদন দিয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও এদিন সায়েন্টিফিক অফিসার, স্টাফ নার্স ও ইয়ুথ অর্গানাইজার নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগনীতির সংশোধনীও মন্ত্রিসভা অনুমোদন দেন বলে তিনি জানান। এছাড়াও তিনি জানান, শিক্ষা দপ্তরে 'ট্রান্সপোর্টেশন স্কীম' চালু করার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ২৫ বা তার কম রয়েছে এমন নিম্ন ও উচ্চবুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলিকে পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তী বিদ্যালয়গুলির সাথে একত্রীকরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো শিক্ষা দপ্তর। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা একেবারেই কম রয়েছে (০-২৫) এমন বিদ্যালয়গুলিতে গুণগত শিক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এমন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হতে পারছে না। সামাজিক আচরণ, কথাবার্তা, সহপাঠী থেকে শিক্ষা এসব ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে রয়েছে। কম ছাত্র-ছাত্রী হওয়ার কারণে খেলাধূলায়ও এমন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, ০-২৫ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৯১৫টি, উচ্চবুনিয়াদি বিদ্যালয় রয়েছে ৪৬টি। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮০০০। এই সংখ্যা টিটিএএডিসি সহ। ছয়ের পাতায় দেখুন

আর মাত্র কয়েকদিন বাকি দীপাবলির। তাই এখন মুর্তিপাড়ায় চরম ব্যস্ততা। ছবি- নিজস্ব।

হরিয়ানায় পরাজিত কংগ্রেসের অন্যতম নেতা রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা

চণ্ডীগড়, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : হরিয়ানায় হেরে গেলেন কংগ্রেসের অন্যতম বর্ষীয়ান নেতা রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভার পাশাপাশি উপনির্বাচনের গণনা শুরু হয়। সেই নির্বাচনের ফলাফলের শুরুর ট্রেন্ডেই পিছিয়ে ছিলেন সুরযেওয়ালা।

কৈথাল থেকে পরাজিত হয়েছেন সুরযেওয়ালা। তিনি কংগ্রেসের মুখপাত্র। তাঁর এই পরাজয় স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেসকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। এদিন দুপুর ২ টো পর্যন্ত ট্রেন্ড বলছে, হরিয়ানায় ৩৫টি আসনে এগিয়ে কংগ্রেস। যদিও কোণঠাসা অবস্থা বিজেপিরও। মাত্র ৩৬টি আসনে এগিয়ে বিজেপি। তাই হরিয়ানায় জেজেপিই কিং মেকার হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে নারওয়ানার বিধায়ক ছিলেন তিনি। ২০১৪ তে কেন্দ্র বদল করে কৈথাল থেকে লড়েন সুরযেওয়ালা। এদিন পরাজয়ের পর কৈথাল কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন তিনি। হরিয়ানাতে একসময় মন্ত্রীও ছিলেন তিনি। ২০০৫-এ হরিয়ানার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন সুরযেওয়ালা। অন্যদিকে, আকস্মিক ভাবে হরিয়ানার রাজনীতিতে চৌতালার উত্থান যথেষ্ট চাপে ফেলেছে বিজেপিকে। এই অবস্থায় জননায়ক জনতা পার্টি চিফ চৌতালার কাছে পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রী পদের অফার। বিজেপিকে রুখতে মুখ্যমন্ত্রী পদও কংগ্রেস ছাড়তে তৈরি বলে ইতিমধ্যে জনতা পার্টি প্রধানকে কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনই কিছু ভাবতে রাজি নন তিনি। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দুষ্মন্ত চৌতালার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছে কংগ্রেস ও বিজেপি।

নুসরত হত্যা মামলায় ১৬ জনের ফাঁসির সাজা

ঢাকা, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : মাদ্রাসা পড়ুয়া নুসরত জাহান হত্যা মামলায় রায়দান। বৃহস্পতিবার এই হত্যাকান্ডে দোষী ১৬ জনকে ফাঁসির সাজা শোনাল বাংলাদেশের আদালত। এদিন এই রায় পড়ে শোনান ফেনির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মহম্মদ মামুনুর রশিদ।

এদিকে, রায়দানের পর আদালতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই আসামিরা তুমুল চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাদী পক্ষের আইনজীবীদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালিও করে দোষী সব্যস্তরা। পরে পুলিশ পাহারায় আইনজীবীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উচ্চ আদালতে আপিল করবে তারা বলে জানিয়েছেন আসামি পক্ষের আইনজীবী। রায়দানের সময় বেনজিরভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার অবদানের কথা স্বীকার করেন বিচারক। তিনি বলেন, 'গণমাধ্যমের জন্যই এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পেরেছে দেশবাসী।

উল্লেখ্য, গত ২৭ মার্চ সোনাগাজি ইসলামিয়া ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ-উদ-দৌলা নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে নুসরতের শ্লীলতাহানি করে। এই ঘটনায় নির্যাতিতার মা শিরিনা আক্তার বাদী হয়ে সোনাগাজী থানায় মামলা করলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপরই নির্যাতিতার পরিবারের উপর মামলা তুলে নেওয়ার চাপ বাড়তে থাকে। মামলা তুলতে রাজি না হওয়ায়, গত ৬ এপ্রিল মাদ্রাসার ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকদিন যমে-মানুষে টানাটানির পর হাসপাতালেই মারা যান নুসরত। এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া এবং তদন্তে উদাসীনতার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। নুসরতের পরিবারের দাবি মেনে প্রথমে সোনাগাজি থানার ওসি মোয়াজ্জেম হোসেনকে বদলি করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশের দায়দায়িত্ব খতিয়ে দেখতে ১৩ এপ্রিল পুলিশ সদর দফতরের ডিআইজির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। সব মিলিয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাড়া ফেলে দেয় বাংলাদেশ।

দীপাবলি নিয়ে চুড়ান্ত প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ অক্টোবর।।-হাতে আর দুটো দিন তারপর গোটা দেশ ও রাজ্যবাসী মেতে উঠবেন আলোর উৎসব দীপাবলিতে। প্রতিটি ক্লাব ও সার্বজনীন কালী পুজো কমিটি থেকে শুরু করে প্যান্ডেল তৈরির শিল্পী,মৃৎশিল্পী ও কুমোর পাড়ার মৃতশিল্পীদের ব্যস্ততা চরমে।সবকটি বড় বাজেটের পূজো ও বারোয়ারী পুজো উদ্যোক্তারা দর্শনার্থীদের মন কাড়তে দিনরাত একাকার করে যাচ্ছেন। বাদ নেই আরক্ষা দপ্তরও।তবে কালীপুজো মানে উত্তর জেলার ধর্মনগর শহরের বড় বাজেটের পুজো।ধর্মনগর শহরে বড় বাজেটের ৭/৮ টি পুজো হয় থাকে।গোটা শহর রকমারি লাইটিং আলোকিত হয়ে পড়ে।কিন্তু বছর পাঁচেক থেকে ধর্মনগর শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে কদমতলা ও চুড়াইবাড়িতেও বড় বাজেটের পুজো ও থিমের উপর প্যান্ডেল হয়ে থাকে।লাইটিংয়েও থাকে বিশেষ নতুনত্ব আকর্ষণ।এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে কদমতলা,চুড়াইবাড়ি, শনিছরা,বাগবাসা,লালছড়া,নতুন বাজার,রানীবাড়ী, প্রেমতলা সহ আশপাশ এলাকাতে প্রায় ২০০ টির বেশি কালীপুজো রয়েছে।তারমধ্যে কদমতলা চুরাইবারি এলাকায় বড় বাজেটের প্রায় ৬/৭ টি কালী পুজো রয়েছে।পাশাপাশি কদমতলার আরক্ষা দপ্তর ও চুড়াইবাড়ি আরক্ষা দপ্তর প্রতিবছরের মতো এবছরও বড় বাজেটের প্যান্ডেল লাইটিং সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কালীপুজোয় ব্রতী হয়েছেন।তবে কদমতলা চুড়াইবাড়ি এলাকায় বড় বাজেটের পুজো গুলি হল নবযুগ সঙ্গ,ইয়ুথ ক্লাব,ফ্রেন্ডস ক্লাব, ইউনাইটেড ক্লাব ও সেবক সংঘ।তারমধ্যে কদমতলার নবযুগ সঙ্গ এবছর গ্রামবাংলার থিম নিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করছে।এবছর নবযুগ সঙ্গের কালীপুজো ৮ বছরে পা দিল।নবযুগ সংঘ ক্লাব কর্তৃপক্ষরা জানান,২/৩ বছর থেকে উনারা শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে নানা থিমের উপর পুজো করে আসছেন।আর তাতে শহর থেকে গ্রাম ও পার্শবর্তী রাজ্য অসমের বরাক উপত্যকা থেকে ও দর্শনার্থীরা পূজো দেখতে ছুটে আসেন।তবে এবারকার উনাদের থিম সম্পূর্ণ গ্রামের উপর।মূলত ছন,বাঁশ বেতের ঘর এসব নিয়েই এবারের উনাদের থিম। পাশাপাশি কালী মায়ের মূর্তিতে রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ।

অপরদিকে চুড়াইবাড়ি এলাকার বড় বাজেটের কালীপুজোর মধ্যে রয়েছে চুরাইবারি ইয়ুথ ক্লাব।ইয়ুথ ক্লাবের সদস্যরা জানান এবারের উনাদের পুজো ২৩ বছরে পা দিল।এবারের বাজেট সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা।উনাদের থিম 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান'।সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীন বজায় রাখার উপর উনাদের এবারকার ব্যতিক্রমী থিম।উনারাও দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে থিমের উপর কালী পুজো করে আসছেন।কালীপুজোর দিন অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় উনাদের পুজো উদ্বোধন করবেন বলেও ক্লাব কর্তৃপক্ষরা জানান।পাশাপাশি ক্লাব কর্তৃপক্ষ আরও জানান,লাইটিংয়ে রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ।২ টি বড় গেইট

ব্রাউন সুগার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেচারথল, ২৪ অক্টোবর ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পেচারথল থানার পুলিশ প্রায় দুই লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। আটক বিপ্লব চক্রবর্তী নামে এক যুবককে আটক করে কৈলাসহর আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। পোচরথল থানার পুলিশের কাছে বহু দিন ধরেই অভিযোগ ছিল বিপ্লব চক্রবর্তী আসামের শিলচর থেকে ব্রাউন সুগার এবং আরোও অন্যান্য নেশা সামগ্রী এনে আগরতলায় বিক্রি করে। উনকোটি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানাদিত্য দাশ বলেন, আগরতলার পশ্চিম প্রতাপগড়ের বাসিন্দা বিপ্লব চক্রবর্তী। ২০১৬ সালে ফায়ার সার্ভিসে চাকুরী পায়। বিপ্লব বর্তমানে পোচরথলের ফায়ার স্টেশনে কর্মরত। পোচরথলে থেকেই বিপ্লব নেশা সামগ্রী শিলচর থেকে এনে ত্রিপুরা রাজ্যে বিক্রি করে। বুধবার রাতে পোচরথল থানার পুলিশ বিপ্লবকে পোচরথল রেল স্টেশনের নিকট থেকে গ্রেপ্তার করে। বিপ্লবের সঙ্গে ষোলটি কোটা ভর্তি ব্রাউন সুগার এবং একাশিটি খালি কৌটা পায় পুলিশ। পুলিশ বিপ্লবকে বৃহস্পতিবার দুপুরে কৈলাসহর আদালতে পাঠায়।

ক্যাম্প প্রত্যাহারের প্রতিবাদে ধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, রইস্যাবাড়ি, ২৪ অক্টোবর ।। টিএসআর ক্যাম্প তুলে নেওয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রইস্যাবাড়ি এলাকার দেশরাই পাড়ায় গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধে বসে। এই দিন সকাল ছয়টা থেকে এলাকার জনজাতিরা রইস্যাবাড়ি-দেশরাই পাড়া রাস্তা অবরোধে বসে। এর ফলে পঞ্চম বাহিনীর টিএসআর জওয়ানরা গাড়ি ভর্ত্তি তাদের মালপত্র নিয়ে রাস্তায় আটকিয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন এমনিতেই দেশরাই পাড়াতে প্রায় সময়েই খুন, অপহরন এমকি ধর্ষনের মত ঘটনা ঘটেছে, তার উপর ক্যাম্প তুলে নিয়ে গেলে এলাকাবাসীরা নিরাপত্তার অভাবে ভোগবে।

সিকিমের তিনটি আসনের উপনির্বাচনে দুটি আসন বিজেপির দখলে

গ্যাংটক, ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : মাত্র ছয় মাসেই বদলে গেল ছবিটা। ছয় মাস আগে লোকসভা ভোটের সঙ্গেই হওয়া সিকিমের বিধানসভা নির্বাচনে একটিও আসন পায়নি বিজেপি। ছয় মাস পরেই সিকিমের তিনটি আসনের উপনির্বাচনে দুটি আসন দখল করল ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্য আসনটি জিতেছে এসকেএম। এখানেও গত ২১ অক্টোবর ভোট হয়।

সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টকে হারিয়ে মারতাম-রুমটেক আসনটিতে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সোনাম সেরিং ভেনচুংপা। এসডিএফ প্রার্থী নুক সেরিং ভুটিয়াকে ৬০০ ভোটে হারিয়েছেন তিনি। পোকলক কামরাং আসন থেকে ৮৪ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী এবং সিকিম ক্রান্তিকারি ছয়ের পাতায় দেখুন

অরুণাচলের খোনসা পশ্চিম আসনে বিজয়ী প্রয়াত বিধায়ক-পত্নী সাকাত আবোহ

ইটানগর (অরুণাচল প্রদেশ), ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : পূর্ব-অরুণাচল প্রদেশের ৫৬ নম্বর খোনসা পশ্চিম (তফশিলি উপজাতি সংরক্ষিত) আসনে নির্দলীয় প্রার্থী দুষ্কৃতী হামলায় নিহত তদানীন্তন বিধায়ক তিরন আবোহের পত্নী সাকাত আবোহ ১,৮৮৭ ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৫,৭০৫টি ভোট এবং তাঁর নিকটতম প্রার্থী নির্দলীয় আজেট হমটক পেয়েছেন মাত্র ৩,৮১৮টি ভোট। এই আসনে নোটা পড়েছে ৬৮টি। ২১ তারিখ অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ভোট পড়েছিল মোট ৯৩.০২ শতাংশ।

প্রসঙ্গত গত ১১ মে সন্দেহভাজন খাপলাং গোষ্ঠীর এনএসসিএন জঙ্গিদের গুলি-হামলায় ওই আসনের বিধায়ক ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র তিরন আবোহ-সহ ১১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। বিধায়ক আবোহের অকালমৃত্যুতে খোনসা পশ্চিম আসন শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ওই আসনের প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়কের পত্নী সাকাত আবোহ বিজয়ী হয়েছেন।

এদিকে সাকাত আবোহ নির্বাচিত হওয়ায় ৬০ আসনের অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় মহিলার সংখ্যা চারে পৌঁছেছে। রাজ্য বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক ৪১, চারজন করে কংগ্রেস ও এনপিপি, জনতা দল (ইউ)-এর সাত, একজন পিপিএ এবং তিনজন নির্দলীয় বিধায়ক রয়েছেন।

ধোঁপে টেকেনি কংগ্রেসের 'চালানি' 'বহিরাগত' 'এনআরসি' 'ক্যাব' ইস্যু, বিজয়ের ওপরই ভরসা রাখলেন রাতাবাড়ির মানুষ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ অক্টোবর (হি.স.) : 'চালানি' 'বহিরাগত' 'প্রতারক' ইত্যাদি কতই-না ইস্যু তুলেছিলেন কংগ্রেসের নেতারা। কিন্তু বিজেপিকে রুখতে বিরোধীদের সবধরনের প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছেন রাতাবাড়ির ৬৮,৪৫৫ মানুষ। তাঁদের ভোটে প্রত্যাশিত জয় পেয়েছে বিজেপি। এনআরসি, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল, তেজপুর ডিটেনশন ক্যাম্পে দুলাল পালের মৃত্যুকেও ইস্যু করেছিল কংগ্রেস, কোনও পাত্তাই দেননি রাতাবাড়ির সচেতন ভোটাররা।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী তথা বর্তমান সাংসদ কৃপানাথ মালাহের প্রাপ্ত ভোট ৫৪ হাজারের সংখ্যা অতিক্রম করে এবার ৬৮ হাজার ৪৫৫ ভোট পেয়ে নয়া ইতিহাস রচনা করেছেন বিজয় মালাকার। কেশব প্রসাদ রজকের ভাগ্যে জুটেছে ৪৪ হাজার ৪৫৪টি ভোট। এসইউসিআই প্রার্থী বীরেন্দ্র রবিদাস ৯৪৪, নির্দল প্রার্থী পরীক্ষিত রায় পেয়েছেন ৬৬০টি ভোট। উল্লেখযোগ্য ভাবে নোটায় পড়েছে ১২২৭টি ভোট। ভোট নষ্ট হয়েছে ১০টি। বিজেপি প্রার্থী বিজয় মালাকার ২৪ হাজার ১ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী কশব প্রসাদ রজককে পরাজিত করে রাতাবাড়ির বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে করিমগঞ্জ কলেজের স্ট্রং রুম খোলা হয়। আটটায় আনুষ্ঠানিকভাবে গণনা প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাতাবাড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের ভৈরবনগর এলাকা থেকে গণনাকার্য শুরু হয়। প্রথম রাউন্ডের গণনা শেষে কংগ্রেস প্রার্থী কেশব প্রসাদ রজক ৫০৭ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে যান। এর পর থেকে গণনার শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ভোট ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে। একবারের জন্যও কংগ্রেস প্রার্থী কেশব প্রসাদ রজক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মাথা তুলতে পারেননি। গণনাকার্য এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিজেপি প্রার্থী বিজয়ের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল হতে থাকে। দশম রাউন্ড গণনার পর হতাশাগ্রস্ত কংগ্রেসের এজেন্টগণ গণনাকেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে শুরু করেন। দলীয় বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে সমস্ত দিনের মধ্যে একবারের জন্যও গণনা কেন্দ্রে দেখা যায়নি।

এদিকে বিজয়ের বিজয় নিশ্চিত হতেই গণনাকেন্দ্র করিমগঞ্জ কলেজের সামনে আন্তর্জাতিক জাতীয় সড়কে দলীয় নেতা কর্মী সমর্থকরা জমায়েত হতে থাকেন। রাতাবাড়িতে বিজয়ের আনন্দে 'জয় শ্রীরাম', 'ভারত মাতা কি জয়', 'নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ', 'অমিত শাহ জিন্দাবাদ', 'হিমন্তবিশ্ব শর্মা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনিতে সমগ্র এলাকা মুখরিত করে তুলেন দলীয় কর্মী সমর্থকরা। শুরু হয়ে যায় আবির খেলা, বাজি পোড়ানো। একসময় বিজয় মালাকারও বিজয় উল্লাসে শামিল হতে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েন। কর্মী সমর্থকরা বিজয়কে পেয়ে দ্বিগুণ আনন্দে বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠেন।

চিত্র সাংবাদিকের প্রয়ানে শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৪ অক্টোবর (হি.স): বিশিষ্ট চিত্রসাংবাদিক অলোক মিত্রের প্রয়াণে তিনি গভীরভাবে শোকাহত বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তথ্যসংস্কৃতি দফতরের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই শোকবার্তা প্রকাশ করা হয়েছে । বৃহস্পতিবার কলকাতার বিশিষ্ট চিত্রসাংবাদিক অলোক মিত্র এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিলেন ৭৭ বছর ।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।